Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সামিয়া আলম লিমা

রোলঃ 227020862

২৮ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সামিয়া আলম লিমা

রোলঃ 227020862

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " গীবত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সামিয়া আলম লিমা, আইডিঃ 227020862 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " গীবত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

সামিয়া আলম লিমা

আইডিঃ 227020862

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৮ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

১) শুরুর কথা 5
২) গীবতের পরিচয়: 6
৩) গীবতের প্রকারভেদ: 9
৪) গীবতের ব্যাপারে মহিলাদের সাবধানতা: 20
৫) উত্তম কথা ব্যতীত অন্য কথা হতে জবানকে হেফাজত করা: 21
৬) গীবতের বৈধ প্রকারসমূহ: 23
৭) গীবত যেনার চাইতেও ভয়ঙ্কর: 30
৮) সাহাবায়ে কেরামের রীতি: 31
৯) গীবত পরিহার সমগ্র দুনিয়া থেকে উত্তম: 32
১০) অন্যের গোপন বিষয় ফাস করার অনিষ্ট: 32
১১) এবাদতের চাইতে গীবত পরিহার উত্তম: 32
১২) গীবতের গুনাহ মোচনের উপায়: 33
১৩) গীবতকারীকে ক্ষমা করা: 34
১৪) গীবত শুনার অপকৃষ্টতা: 35
১৫) গীবতের ক্ষতি 37
১৬) গীবত ত্যাগের উপকারিতা: 43
১৭) গীবত করার কারণসমূহঃ 46
১৮) গীবত থেকে বাঁচার উপায়: 49
১৯) মনে মনে গীবত করাও হারাম: 53
২০) গীবতের কাফফারা: 55
২১) উপসংহার: 60

১) শুরুর কথা

الرجيم الرحمر الله بسم

الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ

গীবত জবানের এক মারাত্মক ব্যাধি, এই মারাত্মক ব্যাধি দ্রুত উম্মাহর শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে; বিনষ্ট করে দিচ্ছে নেক আমলসমূহ, দ্রুত বিস্তার ঘটাচ্ছে বদ আমলের আর ধ্বংস করে দিচ্ছে জাতির মহা মূল্যবান সময়। কথায় কথায় সামান্য ভুলের কারণে মৃত্যু ঘটে একটি সুখী পরিবারের, বিনষ্ট হয় আত্মীয়তার সম্পর্ক, ছিঁড়ে যায় বন্ধুত্বের বাঁধন। মুখ ফসকে বেরিয়ে যাওয়া একটি মাত্র শব্দ মানুষকে দীর্ঘ সত্তর বছরের জন্য ছুঁড়ে দিতে পারে জাহান্নামের আঁধারে।

দ্বীনি সচেতনতার অভাব, জীবনোপকরণের সহজলভ্যতা এবং কর্মহীন জীবনের অফুরন্ত অবসরের সুযোগ নিয়ে জবানের এই ব্যাধি আজ সমাজে মহামারির রূপ নিয়েছে। বিশেষত মোবাইলের ব্যাপক ব্যবহার সমস্যার ক্ষেত্রটিকে আরও বিস্তৃত করেছে।

বর্তমানে আমাদের সমাজের অনাকাঙ্খিত এবং রুঢ় বাস্তবতা হচ্ছে, আমরা গীবত করতে খুব ভলোবাসি। ধর্মীয় জ্ঞানের অপ্রতুলতা, সঠিক শিক্ষার অভাবের ফলে আমাদের অধিকাংশ লোক জানেই না এই গীবতের শাস্তি কত ভয়াবহ! আরও দু:খজনক বিষয় হচ্ছে, আমাদের ভেতরে অনেকেই আবার এমনও রয়েছি, যাদের ঠিক জানাও নেই যে, গীবত কাকে বলে!
কেউ যদি কারো অনুপস্থিতিতে কথা বলে তাকে নিয়ে, কথা হয় এমন যে 'আমি তো গীবত করছি না। আমি যা বলেছি, এগুলো তো সত্য কথা। তার যে দোষ বর্ণনা করেছি এসব দোষ তো তার আসলেই রয়েছে। তাহলে এসব কথা গিবত হয় কিভাবে?'

গীবত, আজকের সমাজের অন্যতম ব্যাধি।
এই সম্পর্কে জানতে হবে, গীবতের ক্ষতি, এর অপকারিতা, শাস্তি, ইসলামের বিধান কি, কেন ইহাকে এত শক্তভাবে না করা হয়েছে ইসলামে, কাফফারা, গীবতের

প্রকারভেদ, এর কারণসমূহ,সবকিছুই জানতে হবে তাহলেই এর থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ। আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ এবং এর থেকে দূরে থাকার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

আল্লাহ তাআলা আমাদের জবানকে গুনাহ থেকে পবিত্র রাখুন, কানকেও গর্হিত কথাবার্তার অনিষ্ট থেকে হিফাজত করুন এবং আমাদের ইবাদতে ইখলাস ও নিষ্ঠা দান করুন।

২) গীবতের পরিচয়:

গীবত হচ্ছে, কারো বিষয়ে তার পেছনে এমন কথা বলা যা তার সামনে বললে যদি সে কষ্ট পায় যদিও কথাটি সত্য হোক না কেন।
যদি এমন দোষ বর্ণনা করা হয়, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে নেই তবে তা মিথ্যা অপবাদ হিসাবে গণ্য হবে, কুরআনের ভাষায় যাকে বলা হয় 'বুহতান'। এই প্রসঙ্গে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি হাদীস ও সাহাবায়ে কিরামের কতিপয় বাণী উল্লেখ করা হলোঃ

কোন প্রয়োজনে একটি বেঁটে স্ত্রীলোক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসে। সে চলে যাওয়ার পর আয়েশা (রা) তার দৈহিক কাঠামো বেঁটে হওয়ার ক্রটি বর্ণনা করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "হে আয়েশা! তুমি ঐ স্ত্রীলোটির গীবত করলে। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বাস্তব ঘটনার বিপরীত কিছু বলিনি, অবশ্য আমি তার বেঁটে হওয়ার কথা বলেছি এবং এই ক্রটি তার মধ্যে রয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আয়েশা! যদিও তুমি সত্য কথা বলেছ কিন্তু তুমি তার ক্রটি বর্ণনা করায় তা গীবত হয়ে গেল (ফকীহ আবুল লাইস, বাবুল গীবত)।" তাবিঈ ইবরাহীম (র) বলেন:

اذا قُلْتَ فِي الرَّجُلِ مَا فِيْهِ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيْهِ فَقَدْ بهته.

"কারো প্রকৃত দোষ বর্ণনা করলে তুমি তার গীবত করলে। তোমার বর্ণিত দোষ তার মধ্যে না থাকলে তুমি তাকে অপবাদ দিলে।" (ইমাম মুহাম্মাদের কিতাবুল আছার)।

একদা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের প্রশ্ন করলেন, গীবত কাকে বলে তা কি তোমরা জানো? সাহাবীগণ রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন, আমাদের জানা নেই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

رُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ

"তোমার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার সমালোচনা করা হলো গীবত, শুনলে সে অপছন্দ করবে।" সাহাবাগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি সেই দোষ তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবুও কি তা গীবত হবে? তিনি বলেন: তুমি যদি কারো সত্যিকার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করো তবেই তো তার গীবত করলে। আর তুমি যা বললে তা যদি বাস্তবিকই তার মধ্যে না থাকে তবে তুমি তার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করলে (ইমাম বাগাবীর মাআলিমুত তানযীল)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আখাকা' (তোমার ভাই) শব্দের ব্যবহার করে ইশারা করেছেন যে, তুমি যার গীবত করছো সে তোমার নিকটাত্মীয় না হলেও মূলত তোমার ভাই। (এক) তার ও তোমার আদি পিতা একই ব্যক্তি, তিনি হচ্ছেন হযরত আদম (আ)। (দুই) তার ও তোমার আদি মাতা একই নারী, তিনি হচ্ছেন হযরত হাওয়া (আ)। (তিন) তুমি ও সে উভয়েই মুসলমান, আর সকল মুসলমান পরস্পরের ভাই। অতএব নিজের সহোদর ভাইয়ের গীবত করা থেকে মানুষ যেরূপ বিরত থাকে, অন্যদের গীবত করা থেকেও তদ্রূপ বিরত থাকা উচিত। একদা মহানবী (স) বলেন :

الْغَيْبَةُ أَنْ تَذْكُرَ الْمَرْأَ بِمَا فيه

"গীবত এই যে, তুমি অপর ব্যক্তির এমন দোষক্রটি বর্ণনা করছো যা প্রকৃতই তার মধ্যে রয়েছে।’’

সাহাবাগণ বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো মনে করতাম যে, কারো মধ্যে যে দোষ নাই তার সাথে সেই দোষ সংশ্লিষ্ট করে বর্ণনা করাই হচ্ছে গীবত। তিনি বলেন: এটা তো মিথ্যা অপবাদ। (আব্দ ইবনে হুমাইদের সূত্রে সুয়ূতীর আদ-দুররুল মানছুর গ্রন্থের বরাতে)।

কোন কোন লোক বলে যে, কারো এমন কোন দুর্নাম বর্ণনা করাকে গীবত বলা হয় যা তার সামনে বলা সম্ভব নয়। অতএব সামনে বর্ণনা করা যায় এমন কোন দুর্নাম গাইলে তা গীবত হবে না। এই সংজ্ঞা মোটেই ঠিক নয়।
উপরে যেসব হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে পরিস্কার জানা যায় যে, কারো সামনে বলার মত দোষ হোক অথবা সামনে বলার মত দোষ না হোক-উভয় প্রকার দোষের চর্চা করাই গীবত।

কেউ বলে যে, কারো মধ্যে যে দোষ নাই তা তার প্রতি আরোপ করাকে গীবত বলে। কিন্তু কারো সত্যিকার দোষ বর্ণনা করলে তা গীবত হবে না।

উত্তর: এইমাত্র হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, যে দোষ কোন ব্যক্তির মধ্যে নাই তা তার প্রতি আরোপ করা মিথ্যা অপবাদ হিসাবে গণ্য। অতএব উপরোক্ত কথা যারা বলে তারা প্রকারান্তরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে।

আবার অনেকে বলে, যে দোষটি অন্যের জানা নেই সেই ধরনের দোষ বর্ণনা করাই গীবত। অতএব কারো এমন দোষ বর্ণনা করা গীবত হবে না যা সকলে জানে। এদের যদি বলা হয়, তুমি কেন গীবত করছো তখন জবাব দেয়, এটা তো গীবত নয়, কারণ যে দোষ আমরা বর্ণনা করছি তা তো গোপন নয়, সকলেই জানে। এমন তো নয় যে, আমরা বর্ণনা করার পরই লোকেরা তা জানতে পারে।
এটা আসলে তাদের ভ্রান্ত ধারণা।
কারণ দোষ প্রসিদ্ধ হোক বা গোপন, তা বর্ণনা করার সাথে সাথে গীবত হয়ে যায়।

৩) গীবতের প্রকারভেদ:

গীবত দুইটি প্রধান প্রকারে বিভক্ত:

ক) সাধারণ গীবত

এটি হলো অন্যের কোনো ত্রুটি বা খারাপ দিকের কথা বলা, যা তার উপস্থিতি ছাড়া অন্যদের কাছে বলা হয়। যেমন, কাউকে বলতে বলা: "তার মাথা খুব মোটা" বা "সে অনেক অলস।" এটি গীবত হিসেবে গণ্য হয় যদি সেটি সত্য হয় এবং সেই ব্যক্তির জন্য তা অপমানজনক হয়।

খ) বেফাক গীবত (তথ্যগত গীবত)

এই গীবতটি তখন ঘটে যখন কোনো ব্যক্তি অন্যের সম্পর্কে মিথ্যা কথা বা অপবাদ ছড়ায়। যেমন, কাউকে ভুলভাবে নির্দোষতার জায়গায় দোষী বলা। এটি গীবত থেকে আরো গুরুতর, কারণ এতে মিথ্যাচারও যুক্ত থাকে।

গীবতের আরও কিছু প্রকারভেদ:

তামথুল: কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের মানহানি করা বা তাদের অবজ্ঞা করা।

কুতিয়া গীবত: কোনো ছোটখাটো খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে অপমান করা, যা অন্যের গুণাবলী বা সক্ষমতা সম্পর্কে তুচ্ছ মন্তব্যের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

মুসলমানের গীবত:

যা অকাট্যভাবেই হারাম,ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকের গীবত করাও হারাম। মহান আল্লাহর বাণী:

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا رهتموه

"তোমরা একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করে? তোমরা তা ঘৃণা করো" (সূরা হুজুরাত: ১২)।

অত্র আয়াতে মুসলমানদের একে অপরের গীবত করা হারাম ঘোষিত হয়েছে।

জীবিত ব্যক্তির গীবত এবং মৃত ব্যক্তির গীবত:

জীবিতদে গীবত করা যেমন হারাম, তদ্রূপ মৃতদের গালি দেওয়া, তাদের মন্দ বলা, তাদের দোষক্রুটি বর্ণনা করা এবং গীবত করা সব

হারাম, তারা জীবদ্দশায় পাপকর্মে লিপ্ত থাকলেও। এ ব্যাপারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বলেছেন:

إِذَا مَات َأَحَدُكُم ْفَدَعُوه ُوَلَا تَقَعُوا فِيه ِ.

"তোমাদের কেউ মারা গেলে তাকে ছেড়ে দাও এবং তার গীবত করো না" (আবু দাউদ, কিতাবুল বিররি ওয়াস-সিলাহ)।

لا تَسبُوا الْأَمْوَاتِ فَإِنَّهُمْ أَفَضُوا إِلَى مَا قَدِمُوا

"তোমরা মৃতদের গালি দিও না, কারণ তারা তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান পাওয়ার স্থানে পৌঁছে গেছে।"

হাদীসটি ইবনে হিব্বান (র) রিওয়ায়াত করেছেন এবং আবদুল আজীম আল-মুনযিরী তাঁর কিতাবুত তারগীব ওয়াত তারহীব-এ সংকলন করেছেন।

أَذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ .

"তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের সদগুণাবলী আলোচনা করে দুর্নাম থেকে বিরত থাক" (আবু দাউদ)।
মৃতদের গীবত করা বৈধ নয়।

দৈহিক কাঠামোর গীবত:

কোন ব্যক্তিকে খাটো বা হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তার দৈহিক ত্রুটির উল্লেখ করে গীবত করা হারাম। যেমন এভাবে বলা যে, অমুক ব্যক্তি খুবই স্থূলদেহী বা বেঁটে, তার নাক লম্বা, চোখ খুবই ছোট অথবা খুবই কুৎসিত, কানে শোনে না, চোখে দেখে না। এভাবে কারো দৈহিক ত্রুটি বর্ণনা করা তাকে অপমান করার জন্য গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ

حَرَمَ اللّٰهُ أَنْ يُغْتَابَ الْمُؤْمِنَ بِشَيْءٍ كَمَا حَرَمَ الْمَيْتَةَ.

"আল্লাহ তাআলা মুমিন ব্যক্তির যে কোন প্রকারে গীবত করা হারাম ঘোষণা করেছেন, যেরূপ তিনি মৃত প্রাণী খাওয়া হারাম করেছেন" (ইবনে জারীরের বরাতে সুয়ূতীর দুররুল মানছুর)।

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলে ফেলেন যে, 'সে খুবই কালো। অতঃপর তিনি বলেন, আমি তার গীবত করে ফেলেছি, তাই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি '(মোল্লা আলী কারীর শারহু আইনিল ইলম)।

একদা হযরত আয়েশা (রা) বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি সাফিয়্যার বেঁটে হওয়াটা অপছন্দ করেন না? তিনি বলেনঃ হে আয়েশা! তুমি এমন একটি কথা বললে যা নদীর পানির সাথে মিশিয়ে দিলে তার উপরও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে' (আবু দাউদ, বাবুল গীবাত)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) বেঁটে ছিলেন। তাঁর অপরাপর স্ত্রী এজন্য হাসিঠাট্টা শুরু করে দেন। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন:

يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ.

"হে ঈমানদারগণ! না পুরুষ লোকেরা অপর পুরুষ লোকদের বিদ্রূপ করবে। হতে পারে যে, তারা এদের তুলনায় ভালো। আর না মহিলারা অপর মহিলাদের বিদ্রূপ করবে। হতে পারে যে, তারা এদের তুলনায় ভালো" (সূরা হুজুরাতঃ ১১)।

একদা ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র) এক ব্যক্তির বাড়িতে দাওয়াত খেতে যান। খাবার গ্রহণের জন্য বসে গেলে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নাম উল্লেখপূর্বক বললো, সে এখনও এসে পৌঁছেনি। এক ব্যক্তি বললো, সে স্থূলদেহী, তাই আসতে বিলম্ব করছে। ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র) এই গীবত শুনে উঠে চলে গেলেন এবং নিজ দেহকে লক্ষ্য করে বলেন, তোর কারণেই আমাকে গীবত শুনতে হলো। কারণ তোর ক্ষুতপিপাসা না থাকলে আমার দাওয়াত খেতে যাওয়ার ও গীবত শোনার দুর্ভাগ্য হতো না। অতঃপর তিনি একাধারে তিন দিন পানাহার করেননি। (তামবীহুল গাফিলীন গ্রন্থে গীবত অধ্যায়ে ফকীহ আবুল লাইছ উক্ত ঘটনা উল্লেখ করেছেন)

পোশাকের গীবত:

যেমন বলা, অমুক ব্যক্তি অত্যন্ত কৃপণ, তাই কৃপণের পোশাক পরিধান করে। অমুক ব্যক্তি হারাম পোশাক পরে, সে বদমায়েশদের মত পোশাক পরে, তার জামা পায়ের গোছার নিচে পর্যন্ত লম্বা, অমুক নারী এমনভাবে ওড়না পরিধান করে যে, তার আভরণীয় অংশ খোলা থাকে, অমুক নারী আভরণীয় অঙ্গ বের করে মানুষের মাঝে চলাফেরা করে ইত্যাদি।

একদা আয়েশা (রা) বলেন, 'অমুক স্ত্রীলোকের আচল খুব লম্বা।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শুনে বলেন: 'হে আয়েশা! তুমি তার গীবত করলে। তোমার থুথু ফেলা কর্তব্য। আয়েশা (রা) বলেন, আমি থুথু ফেললে মুখ থেকে গোশতের একটি টুকরা বের হয়ে আসে'(মুনযিরীর কিতাবুত তারগীব ওয়াত তারহীব)।

পূর্বকালের কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলেম বলেন, 'তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের উদ্দেশ্যে তুমি যদি বলো, অমুক ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্র খুবই সংকীর্ণ অথবা খুবই লম্বা তাহলে এটাও তার গীবত হবে" (ফকীহ আবুল লাইসের গ্রন্থের গীবত অনুচ্ছেদ)।

বংশের গীবত:

তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে যদি কেউ বলে, অমুক ব্যক্তির বংশ, অমুক গোত্র বা অমুক শহরের বাসিন্দাদের বংশ ভালো নয়। কারণ তাদের পূর্বপুরুষরা ছিল নীচ ও ইতর অথবা তাদের বংশতালিকা অজ্ঞাত, তবে এটাও গীবত হবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

لَيْسَ لِأَحَدٍ فَضْلٌ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا بِالدِّينِ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ.

"দীনদারী ও সৎকর্ম ব্যতীত কোন ব্যক্তির অপর ব্যক্তির উপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই" (আবদুর রহমান আশ-শারানী, কাশফুল গুম্মাহ আন আহওয়ালিল উম্মাহ, বাব তাহরীম ইহতিকারিন নাস)।

অতএব নিজেকে শরীফ বলে জাহির করা এবং অপরের বংশের ত্রুটি নির্দেশ করা বৈধ নয়।

অভ্যাস ও আচার-আচরণের গীবত:

কোন ব্যক্তির অভ্যাসের গীবত করা, যেমন সে কাপুরুষ, অত্যন্ত ভীরু, দুর্বল, অলস, পেটুক, কর্মবিমুখ, উঠাবসা ও চলাফেরায় ভদ্রতার পরিচয় দেয় না, পরিণাম ফলের

কথা চিন্তা করে না, একেবারে নির্বোধ, স্ত্রীর কথায় উঠে বসে, মানুষকে কষ্ট দেয় ইত্যাদি।

আরবদের মধ্যে পরস্পরের খেদমত করার একটি উত্তম রীতি প্রচলিত ছিল। এক সফরে হযরত আবু বাক্র ও উমার (রা)-র সাথে এক দরিদ্র খাদেম ছিল, সে সব সময় তাদের খেদমত করতো। গন্তব্যে পৌঁছে তাঁরা উভয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণ পর সেও ঘুমিয়ে পড়লো তাদের উভয়ের জন্য খাবার তৈরি না করে। তাঁরা উভয়ে জাগ্রত হয়ে বলতে লাগলেন, এই ব্যাটা খুব ঘুমায়। তাঁরা তাকে ঘুম থেকে তুলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠালেন। সে তাঁর নিকট আবেদন করলো, 'হে আল্লাহর রাসূল! আবু বাক্র ও উমার (রা) আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন এবং কিছু খাবার চেয়েছেন'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: 'তারা উভয়ে আহার করেছে এবং তৃপ্ত হয়েছে। তাঁরা উভয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আজ কি খেয়েছি? তিনি বলেন: তোমরা আজ ঐ খাদেমের গোশত খেয়েছ এবং আমি তোমাদের দাঁতে গোশতের রং দেখতে পাচ্ছি'। তাঁরা উভয়ে এ কথা শুনে বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের ক্রুটি মাফ করুন এবং আল্লাহর দরবারে আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আল্লাহর ক্ষমাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে না, খাদেম যেন তোমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে' (দিয়া আল-মুকাদ্দাসীর বরাতে আদ-দুররুল মানছুরে)।

কোন সাহাবী এক ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন, সে খুব দুর্বল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তুমি তার গীবত করেছো এবং তার গোশত খেয়েছ।

একদা কোন এক সাহাবী জনৈক ব্যক্তির উল্লেখপূর্বক বলেন, সে এক আজব লোক। কেউ তাকে খাদ্য দিলে সব খেয়ে ফেলে। কেউ বাহন দিলে তাতে চড়ে বেড়ায়, কিন্তু নিজে পরিশ্রম করে আয়-উপার্জন করে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তুমি তোমার ভাইয়ের গীবত করলে। সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

কারো ত্রুটি তুলে ধরাও কি গীবত? তিনি উত্তর দিলেনঃ বাস্তবিকপক্ষে কারো ত্রুটি নির্দেশ করা গীবতের জন্য যথেষ্ট (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব)।

ইবাদতের গীবতঃ

ইবাদতের ত্রুটি-বিচ্যুতির উল্লেখপূর্বক সমালোচনা করাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন অমুক ব্যক্তি উত্তমরূপে নামায পড়ে না অথবা রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে না অথবা নফল নামায পড়ে না অথবা রমযানের সবগুলো রোযা রাখে না অথবা মাকরূহ ওয়াক্তে নামায পড়ে।

এক ব্যক্তি কারো গীবত করলো এবং বললো, আমি আল্লাহ্ জন্য অমুক ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একথা জানতে পেরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক ব্যক্তি আমার সমালোচনা করেছে এবং আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণের খবর দিয়েছে। আপনি তাকে ডাকুন এবং আমার প্রতি ইনসাফ করুন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কেন তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো? সে বললো, আমি তার প্রতিবেশী। সে পাঁচ ওয়াক্তের নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায পড়ে না, রমযানের রোযা ব্যতীত অন্য কোন রোযা রাখে না এবং যাকাত ব্যতীত অতিরিক্ত দান-খয়রাত করে না। তাই আমি তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি। তার বক্তব্য শেষ হলে অপর ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তাকে জিজ্ঞেস করুন, আমি কি ফরয দায়িত্ব আদায় করতে কোনরূপ ত্রুটি করি? তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বললো, না সে ফরয দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করে না এবং তা যথারীতি পালন করে। কিন্তু যেহেতু সে নফল ইবাদতসমূহ করে না, তাই তার প্রতি আমার মন বিরক্ত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন: খুব সম্ভব পরিশেষে সে তোমার তুলনায় ভাগ্যবান হবে। অতএব তার গীবত করা এবং তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা তোমার জন্য সমীচীন নয় (ইয়া উলূমিদ-দীন)।

গুনাহের গীবত:

কারো পাপ কাজ নিয়ে তার অনুপস্থিতিতে সমালোচনা করাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি এই পাপ কাজ করে বেড়ায় বা এই এই খারাপ কাজে অভ্যস্ত; তবে তাও গীবত বলে গণ্য হবে। যারা গীবতের মাধ্যমে এসব পাপকাজ লোক সমাজে ছড়িয়ে দেয় তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মান্তিক শাস্তি এবং আল্লাহ সবই জানেন; কিন্তু তোমরা জান না।"
(সূরা নূর: ১৯)
মুমিন ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হওয়ার জন্য তিনটি জিনিসই যথেষ্ট।

১. মানুষের এমন দোষ আলোচনা করা যা তার নিজের মধ্যেও রয়েছে।

২. নিজের দোষ বের না করে মানুষের দোষ খুজে বের করাা।

৩. সঙ্গীকে অনর্থক কষ্ট দেয়া।

কোন মানুষকে কখনও কোন পাপ কাজে লিপ্ত দেখলে তা অন্যের কাছে না বলে উচিত হল সংশোধনের উদ্দেশ্যে তাকে তার পাপ কাজটি ধরিয়ে দেয়া।
শেখ সাদী (র) একবার তাঁর শিক্ষককে বলেন, অমুক ব্যক্তি আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। শিক্ষক বলেন, হে সাদী! তোমার মতে বিদ্বেষ পোষণ হারাম, আর গীবত কি হালাল? তুমি আমার নিকট অমুক ব্যক্তির গীবত করছো তার বিদ্বেষের উল্লেখ করে।

যবানের মাধ্যমে গীবত:

যবানই হচ্ছে গীবত করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম। বর্তমান সমাজে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গীবত সংঘটিত হয় এ যবান দ্বারাই। এজন্য নিজেদের যবানের হেফাযত করা প্রতিটি মুমিনের একান্ত কর্তব্য।

রাসূল বলেন-

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ

"যে ব্যক্তি তার দু'পা ও দু'চোয়ালের মধ্যবর্তী স্থানের দায়িত্ব নিতে পারবে অর্থাৎ মুখ ও লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে, আমি তার জন্য জান্নাতের যামিনদার হব।" (বুখারী হা: ৬৪৭৪)

সরাসরি বা অভিনয়ের মাধ্যমে গীবত:

সুস্পষ্ট বাক্যে সরাসরি গীবত হতে পারে এবং অভিনয়ের মাধ্যমেও গীবতের অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। সরাসরি: যেমন কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখপূর্বক তার দোষক্রটি বর্ণনা করা। অভিনয়ের মাধ্যমে: যেমন অন্ধ, খঞ্জ, বোবা ইত্যাদি সেজে অভিনয় করে তাদের দোষক্রটির প্রতি ইংগিত করা অথবা সমালোচনা উদ্দেশে কারো চালচলন, কথন, পোশাক পরিধান ইত্যাদি নকল করে অর্থ করা।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:
مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ أَحَدًا وَإِنَّ لِي كَذَا وَكَذَا.

"আমি পরানুকরণ পছন্দ করি না, এত এত সম্পদের বিনিময়েও না" (তিরমিযী)।

একদা হযরত আয়েশা (রা) কোন মহিলাকে অনুকরণ করে দেখালে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :
مَا يَسُرُّنِي أَنِّي حَكَيْتُ وَلِىَ كَذَا وَكَذَا
"কাউকে নকল করা আমার কাছে মোটেই পছন্দনীয় নয়, অনেক সম্পদের বিনিময়েও নয়"
অন্য হাদীসে নবী বলেন-

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ

"যে আল্লাহ এবং পরকালকে বিশ্বাস করে সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা নিরবতা পালন করে।" (বুখারী হা: ৬০১৮, মুসলিম হা: ৪৭)
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُشِيرَ إِلَى أَخِيهِ بِنَظْرَةٍ تُؤْذِيهِ .

"কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য তার ভাইয়ের প্রতি চোখের ইশারায় এমনভাবে ইংগিত করা বৈধ নয় যাতে সে মর্মাহত হয়" (ইমাম গাযালীর হুকুকুল মুসলিম গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)। মহান আল্লাহ বলেন:

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ أَمَزَةٍ.

"প্রত্যেক হুমাযাহ ও লুমাযার প্রতি অভিশাপ" (সূরা হুমাযাহ)
'হুমাযাহ' ও 'লুমাযাহ' শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যায় কুরআনের ভাষ্যকারগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম বায়হাকী (র) ইবনে জুরাইজ (র)-এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন, যে ব্যক্তি চোখ বা হাতের দ্বারা লোকদের কষ্ট দেয় তাকে বলে 'হুমাযাহ' এবং যে ব্যক্তি মুখের দ্বারা লোকদের কষ্ট দেয় তাকে বলে 'লুমাযাহ'।
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজে গিয়ে একটি আজব ঘটনা দেখতে পেলেন যে, কিছু সংখ্যক নারী ও পুরুষকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তিনি বলেন: আমি জিবরাঈল (আ)-এর নিকট তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,

هؤلاء الْهَمَّارُونَ وَالسَّمَّارُونَ:

"এরা সেইসব লোক যারা চোখ ও হাতের ইশারায় মানুষের বদনামী করতো এবং এভাবে তাদের কষ্ট দিতো"।

ইশারা-ইঙ্গিতে গীবত করা:

ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে অন্যের দোষ প্রকাশ করাও গীবত। যে কোন কারণে সরাসরি নাম উল্লেখ না করে যদি এমনভাবে ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা হয় যাতে বুঝা

যায় যে, সে অমুক ব্যক্তির সমালোচনা করছে তবে তা গীবত বলে গণ্য হবে। যেমন- কাল তার নিকট এই এই স্বভাবের লোক এসেছিল, আর শ্রবণকারী ব্যক্তিও চিনে নিল যে, সে কোন ব্যক্তি; তখন এটাও ঐ ব্যক্তির জন্য গীবত হয়ে যাবে। কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নয় যে, সে তার অন্য ভাইয়ের দিকে এমনভাবে ইঙ্গিত করবে যা তাকে কষ্ট দেয়।

অন্তরের মাধ্যমে গীবত করা:

কোন প্রমাণ ছাড়াই সন্দেহ বা অন্য কোন কিছুর ভিত্তিতে কারো সম্পর্কে অহেতুক খারাপ ধারণা করা ইসলামী শরীয়তে হারাম। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে এটা নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক ধারণা হতে বিরত থাক। নিশ ধারণা এমন রয়েছে যা গুনাহ।" (সূরা হুজরাত: ১২)

লেখনীর মাধ্যমে গীবত:

যেমন কোন ব্যক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তার দোষের কথা বর্ণনা করে অপরের নিকট চিঠিপত্র লেখা অথবা সংবাদপত্রে প্রকাশ করা অথবা নিজের বই-পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা ইত্যাদি।

মানুষের মনের ভাব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে লেখনী। এ লেখনীর দ্বারাও গীবত সংঘটিত হয়ে থাকে। লেখনীর দ্বারা যদি কারো দোষ বর্ণনা করা হয় তবে তা ব্যক্তির মনে বড় ধরণের প্রভাব ফেলে। লেখনীর মাধ্যমে যে গীবত করা হয় তার স্থায়িত্ব অনেক বেশি হয়। কেননা লিখিত বস্তু অনেক দিন টিকে থাকে।

কানের মাধ্যমে গীবত করা:

শুধুমাত্র অন্যের দোষ বলে বেড়ানোকেই গীবত বলে না বরং অন্যের দোষ শুনে প্রতিবাদ না করাটাও এক ধরণের গীবত। গীবত করা যেমন গর্হিত কাজ তেমনি তা শ্রবণ করাও গর্হিত কাজ। কেননা গীবত শ্রবণকারী গীবত না শুনলে পাপ সংঘঠিত হত না। তাই দু'জনেই অপরাধি। মুমিনের উচিত কানের হেফাযত করা। কারণ আল্লাহ বান্দার কান সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর এগুলোর প্রত্যেকটির বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল- ৩৬)

৪) গীবতের ব্যাপারে মহিলাদের সাবধানতা:

গীবত হচ্ছে মহিলাদের চারণভূমি। মহিলারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধিক হারে গীবতে জড়িয়ে পড়ে। যেমন- যখনই কয়েকজন মহিলা একত্রিত হয়, তখন তারা প্রায়ই সমালোচনা বা গীবতে লিপ্ত হয়ে যায়। তারা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে সমালোচনা করে। বিশেষ করে তাদের স্বামীদের ব্যাপারেও তারা নানা মন্তব্য করে থাকে। যেমন- একে অপরকে বলতে থাকে আমার স্বামী এরকম এরকম, আমাকে এটা দিয়েছে ওটা দেয়নি ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনকি অনেক মহিলা তাদের স্বামীদের গোপনীয় বিষয় পর্যন্ত বলাবলি করতে লজ্জাবোধ করে না। এ কাজের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। স্বামীর অকৃতজ্ঞ হওয়া এবং বেশি বেশি অভিশাপ দেয়া, এটা মহিলাদের জাহান্নামী হওয়ার প্রধান কারণ।

يدِ الْخُدْرِيِّ اللهِ قَالَ :خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ
إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ :يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فطر -إِلَى الْمُصَلَّى ، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ :يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ، فَقُلْنَ :وَبِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ :تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ

আবূ সাঈদ খুদরী হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ঈদুল আযহা অথবা ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে গেলেন। তিনি মহিলাদের নিকট আগমন করলেন, অতঃপর তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, হে মহিলারা! তোমরা সদকা কর, কারণ তোমাদেরকে সবচেয়ে বেশি জাহান্নামী আমাকে দেখানো হয়েছে। তখন তাঁরা আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কী কারণে আমাদের এ অবস্থা? নবী বললেন, তোমরা বেশি বেশি লানত (অভিশাপ) কর এবং স্বামীদের অকৃজ্ঞতা প্রকাশ কর। (বুখারী হা: ৩০৪)

বর্তমান সময়ে দেখা যায় যে, মহিলা অভিভাবকরা যখন ছেলে-মেয়েদেরকে নিয়ে স্কুলে যায় তখন তারা অনেকে একত্রে জমা হয় এবং তারা গীবতের মত জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়ে থাকে। এভাবে তারা জীবনের অনেক মূল্যবান সময়কে গুনাহের কাজে ব্যয় করে থাকে। তাই এক্ষেত্রে মহিলাদের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। তারা যখন অবসর পায় তখন তাদের উচিত ইসলামী বই-পুস্তক পড়ে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা এবং নেক আমলে লিপ্ত থাকা। তাহলে তারা অনেক কল্যাণ লাভ করতে পারবে।

৫) উত্তম কথা ব্যতীত অন্য কথা হতে জবানকে হেফাজত করা:

প্রতিটি দ্বীনদার ব্যক্তির জন্যই সকল বিষয়ে নিজের জিহ্বা তথা ভাষার ব্যবহারকে সংযত রাখা অত্যন্ত জরুরি। শুধু কল্যাণকর বিষয়েই তার ব্যবহার হতে পারে। এমনকি কল্যাণলাভের বিচারে যদি কথা বলা বা না- বলা উভয়ই সমান হয়, তবে সে ক্ষেত্রেও নীরব থাকাই সুন্নাত। কেননা, স্বাভাবিক জায়েজ কথাবার্তাও ক্ষেত্রবিশেষে মানুষকে মাকরুহ ও হারামের দিকে ধাবিত করার আশঙ্কা রাখে; বরং অভ্যাসবশত অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুলের আশঙ্কাই প্রবল। আর তখন কোনো কিছুই শান্তি বয়ে আনতে পারে না।

০১. আবু হুরাইরা (এ) রাসূল)ﷺ(থেকে বর্ণনা করেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ-দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।"

ইমাম নববী বলেন, হাদীসটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে ইমাম বুখারী ও মুসলিমের ঐকমত্য এ কথার অকাট্য প্রমাণ যে, কারও জন্য এমন কথা বলা উচিত নয়, যাতে ভালো বা কল্যাণকর কিছু নেই। অর্থাৎ স্পষ্ট কল্যাণ নিশ্চিত হলেই কথা বলবে। নতুবা কল্যাণের ব্যাপারে সন্দিহান হলেও কথা বলবে না।

ইমাম শাফেয়ী (এ) বলেন, 'মানুষ যখন কথা বলতে চায়, তখন তার উচিত আগে ভেবে নেওয়া। যদি স্পষ্টত কল্যাণকর হয়, বলবে; আর যদি সন্দেহ হয়, তাহলে স্পষ্ট কল্যাণ না দেখা পর্যন্ত কথা বলবে না।'

০২. আবু মুসা আশআরী বলেন,

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ
'আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ,' কোন মুসলমান উত্তম? তিনি বললেন, যার জিহ্বা ও হাত হতে অন্য মুসলমান নিরাপদ।"
(বুখারী: ১১; মুসলিম: ৪১, ৪২)

০৩. সাহল বিন সাদ (এ) রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন,

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ
'যে ব্যক্তি আমার জন্য দুই চোয়াল আর দুই রানের মধ্যবর্তী বস্তুর (জিহ্বা ও লজ্জাস্থান হেফাজতের) দায়িত্ব নেবে, আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব নেব।"

০৪. আবু হুরাইরা বলেন, তিনি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন,

إِنَّ العَبْدَ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيها يَزِلُّ بِهَا إِلَى النَّارِ أَبْعَد مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ"

'নিশ্চয় বান্দা কখনো এমন কথা বলে ফেলে, যার পরিণাম সে চিন্তা করেনা। অথচ এ কথার কারণে সে জাহান্নামের এমন গভীরে নিক্ষিপ্ত হবে, যার দূরত্ব পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব পরিমাণ।' বুখারী: ৬৪৭৪

বুখারীর বর্ণনায় উক্ত হাদীসটিতে পশ্চিম শব্দটির উল্লেখ নেই। এখানে يَتَبَيَّنُ فِيها দ্বারা এমন কথা উদ্দেশ্য, যার ভালো-মন্দ যাচাই করা হয় না।

৬) গীবতের বৈধ প্রকারসমূহ:

গীবতের অনেক কিছু বৈধ করা হয়েছে, কোন কোন প্রকারে সওয়াব রয়েছে এবং শরীঅত বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম যেসব প্রকারের অনুমতি দিয়েছেন, সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

জুলুমের অভিযোগ করে বিচার প্রার্থনা:

কোন বিচারক, মুফতী, সরকারী কর্মকর্তা, কর্মচারী বা পদস্থ প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি কারো উপর জুলুম করলে মজলুম নিজের অধিকার আদায়ের জন্য প্রতিকার প্রার্থনা করে অভিযোগ দায়ের করা বৈধ। কেননা, শাসকের নিকট অভিযোগ দায়ের না করলে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। উপরন্তু শাসকের নিকট অভিযোগ দায়ের করলে হয়ত অত্যাচারী কর্মকর্তা কর্মচারীকে পদচ্যুত করা হতে পারে, এতে সবাই তার জুলুম থেকে রক্ষা পাবে। বর্ণিত সব উপকারিতার কারণে এ প্রকারের গীবত বৈধ। আল্লাহ তাআলা কোরআন করীমে এরশাদ করেন, لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না, তবে সে ব্যক্তি যে অত্যাচারিত। অর্থাৎ, কেউ অত্যাচারিত হলে তা প্রকাশ করায় কোন দোষ নেই।

দোষত্রুটি সংশোধনের উদ্দেশে গীবত:

যদি কেউ কোন দোষ অথবা গোনাহে জড়িত থাকে, তার এ দোষ বা গোনাহের কথা এমন ব্যক্তিকে জানানো, যিনি তাকে নিষেধ করবেন, সংশোধন করবেন ও নসীহত করবেন, এ প্রকারের গীবত বৈধ। কেননা, এ গীবতে গীবতকৃতের উপকার হয়, সে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে। যেমন- কারো মাঝে কোন দোষ থাকলে তার পিতাকে বা কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে অবহিত করা, অথবা বিচারক ঘুষ নিলে তার সম্পর্কে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা, যাতে পিতা, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তাকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং কর্তৃপক্ষ ঘুষ গ্রহণকারী বিচারককে পদচ্যুত বা সাবধান করবেন, এতে সকলের উপকার হবে।

ঘটনা -১

হযরত ওমর (রাঃ) হযরত সা'দ (রাঃ)-কে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেন। কুফাবাসী অনেক ব্যাপারে তাঁর সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট অভিযোগ করে। অভিযোগসমূহের মধ্যে এক অভিযোগ এও ছিল, হযরত সাদ (রাঃ) ভালভাবে নামায পড়েন না এবং নামাযের সূরা কেরাআত ভালভাবে আদায় করেন না। হযরত ওমর (রাঃ) এ অভিযোগের ভিত্তিতে হযরত সাদ (রাঃ)-কে পদচ্যুত করেন এবং তাঁর স্থলে হযরত আম্মার (রাঃ)- কে গভর্নর নিযুক্ত করেন। কিন্তু অভিযোগকারীদেরকে কিছুই বললেন না। এর পর হযরত ওমর (রাঃ) হযরত সাদ (রাঃ)-কে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে লোকদের অভিযোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তিনি বললেন, হে সাদ! এসব লোক বলছে, তুমি ভালভাবে নামায পড় না। জবাবে হযরত সাদ (রাঃ) নিবেদন করলেন, যখন যোহর, আসর ও এশার নামায পড়ি, তখন প্রথম দুই রাকআতে কেরাআত লম্বা করি এবং শেষ রাকআতে কেরাআত কম করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে নামায পড়তেন, আমিও সেভাবেই পড়ি। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, সা'দ তোমার আমার উপর এ আস্থাই ছিল, তুমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতই নামায আদায় করবে।

-(বোখারী- অধ্যায়: কেরাআতুল ইমামি ওয়াল মামূম)

এ থেকে জানা গেল, কাউকে দোষমুক্ত করার সদিচ্ছায় তার সম্পর্কে ঊর্ধ্বতন কারো কাছে অভিযোগ করা বৈধ। তা না হলে কুফাবাসী হযরত সা'দ (রাঃ) সম্পর্কে অভিযোগ করতেন না। আর হযরত ওমর (রাঃ)-ও এর প্রতি কান দিতেন না। কেননা, গীবত করা আর শুনা সমঅপরাধ।

ঘটনা -২

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)-এর এক স্ত্রী ছিল। যে তাঁর খুবই প্রিয় ছিল, কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) এ পুত্রবধূর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি সব সময় ছেলেকে বলতেন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিতে। হযরত ওমর (রাঃ) যতই বলছিলেন, কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) পিতার কথা শুনছিলেন না। হযরত ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে পুত্র সম্পর্কে অভিযোগ করে বললেন, ছেলে আমার কথা শুনছে না, আমার ইচ্ছার বিপরীত কাজ করে চলেছে। এ অভিযোগ দ্বারা হযরত ওমর (রাঃ)- এর উদ্দেশ্য, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে বাপের কথা মেনে নিতে উপদেশ প্রদান করবেন। এ অভিযোগ শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)- কে নির্দেশ দিলেন, তুমি পিতার আনুগত্য কর এবং স্ত্রীকে তালাক দাও। -(আবু দাউদ-বেররুল ওয়ালেদাইন অধ্যায়)

লজ্জার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গীবত :

লজ্জা দিয়ে গুনাহ থেকে বিরত থাকার উদ্দেশ্যে গীবত করা বৈধ হবে। কোন ব্যক্তি কোন দোষের কাজে লিপ্ত থাকলে এই উদ্দেশে তার গীবত করা বৈধ যে, তার দোষের কথা অপর ব্যক্তি জেনে ফেলেছে এ কথা জানতে পেরে সে লজ্জিত হয়ে দোষের কাজ পরিহার করবে।

এক ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে নালিশ করলো। তিনি (স) তাকে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিলেন। পুনরায় সে নালিশ করলে এবারও তিনি তাকে ধৈর্য ধারণ করতে বলেন। তৃতীয়বার সে তার প্রতিবেশীর গীবত করলে তিনি (স) বলেন: তোমার ঘরের জিনিসপত্র বাইরে

রাস্তায় ফেলে দাও। তোমার প্রতিবেশী তা দেখে লজ্জিত তোমাকে কষ্ট দেয়া ত্যাগ করবে। সত্যিই সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথামত নিজের ঘরের মালপত্র রাস্তায় ফেলে দিল। লোকেরা রাস্তা অতিক্রমকালে তাকে মালপত্র রাস্তায় নিক্ষেপের কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলে যে, তার প্রতিবেশী তাকে কষ্ট দিচ্ছে। প্রতিবেশীর কানে এ খবর পৌঁছলে সে লজ্জিত হয় এবং প্রতিবেশীর নিকট উপস্থিত হয়ে ক্ষমা চেয়ে নেয় (ইহয়া উলুমিদ দীন, হুকুকুল জাওয়ার অধ্যায়)।

ফতোয়া জানার উদ্দেশ্যে গীবত:

কোন আলেম বা মুফতীর নিকট মাসআলা জানার উদ্দেশে তার প্লট তৈরি করার জন্য কোন ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করলে তাতে কোন দোষ নেই। যেমন কোন ব্যক্তি বললো যে, তার পিতা মারা গেছে এবং তার পিতার নিযুক্ত ওসী তাকে ঠিকমত খরচপাতি দিচ্ছে না। এই অবস্থায় আমাকে ফতোয়া দান করুন। ইহয়া উলূমিদ্দীন, নুযহাতুল মাজালিস, শারহু সহীহ মুসলিম, রদ্দুল মুহতার প্রভৃতি গ্রন্থে গীবতের এই পন্থা অনুমোদন করা হয়েছে।
যেমন- কোন আলেম বা মুফতীর নিকট বলা- অমুক আমাকে প্রয়োজনীয় খরচপাতি দেয় না। আমার আব্বা মারা গেছেন, অমুক আমার অভিভাবক। সে যাবতীয় ধন-সম্পদ তার নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। আমাকে কিছুই দেয় না। অতএব, এ অবস্থায় আমি ফতোয়া বা মাসআলা জানতে চাই। এরূপ বলায় গীবত হবে না।

আবু সুফিয়ান (রা)-র স্ত্রী হিন্দ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে দরবারে উপস্থিত হয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে গীবত করলো যে, তিনি খুব কৃপণ এবং স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণ ঠিকমত দেন না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি তার অজান্তে তার মাল থেকে প্রয়োজন পরিমাণ ভরণপোষণ নিয়ে নাও (সহীহ বুখারী, কিতাবুন নাফাকা)।

উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে গীবত:

কোন আলেম, মুফতী নিকট কোন ব্যক্তির দোষত্রুটি এই উদ্দেশে বর্ণনা করা যে, তিনি তাকে উপদেশ দান করবেন। ফলে সে সংশোধন হয়ে যাবে। গীবতের এই পন্থাও বৈধ। সাহাবায়ে কিরাম (রা) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে লোকদের দোষত্রুটি বর্ণনা করতেন কিন্তু তার দ্বারা মুসলমানদের অপমান করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নসীহত করবেন এবং ফলে সে সংশোধন হয়ে যাবে।

প্রকাশ্যে গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির গীবত :

ব্যক্তি প্রকাশ্যে গুনাহের কাজ করতে থাকলে তাকে নিচু দেখানোর উদ্দেশ্যে তাঁর গীবত করা বৈধ। যেমন কোন ব্যক্তি নামায পড়ে না অথবা লোকদের উপর জুলুম করে অথবা মদ পান করে ইত্যাদি। এজন্যই সাধক ও আলেমগণ স্বৈরাচারী শাসকের গীবত করেন। নুযহাতুল মাজালিস, রদ্দুল মুহতার, শারহু সহীহ মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থে এই প্রকারের গীবত বৈধ বলা হয়েছে।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র) বলেন, তিন ব্যক্তির গীবত করা বৈধ: জালেম শাসক, প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তি, বিদআতী কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তি যে অন্যদেরও বিদআত শিখায় (বায়হাকী থেকে দুররুল মানছুর গ্রন্থে)। হাসান বসরী (র)-ও অনুরূপ কথা বলেছেন (ইহয়া উলূমিদ্দীন)।

হেফাযতের উদ্দেশে গীবত:

এক ব্যক্তির দ্বারা অপর ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিন্তু সে জানেনা যে, তার দ্বারা কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই অবস্থায় তার গীবত করা বৈধ, যাতে সে অন্য লোকের ক্ষতির কারণ না হয়।

যেমন কোন ব্যক্তি গোপনে পাপাচারে লিপ্ত আছে এবং কোন আলেম ব্যক্তি তার সাথে উঠাবসা করছে। এই অবস্থায় তার সাথে উঠাবসা করার কারণে হয়ত কখনও আলেম ব্যক্তি পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে। সুতরাং তার দোষত্রুটি প্রকাশ করে দেওয়া বৈধ। অথবা বিচারকের আদালতে কেউ মোকদ্দমা কারো জন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তা অবগত না থাকলে তখন ক্ষতিকারীর গীবত করে ক্ষতিগ্রস্তকে সাবধান করা বৈধ। তার কারণে অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

তবে মনে রাখতে হবে, কোন ব্যক্তি গোপনে কোন খারাপ কাজে লিপ্ত থাকলে এবং তার দ্বারা অপরের কোন ক্ষতি না হলে তার গীবত করা বৈধ নয়।

لا يستر ستُرُ : عَبْدُ عَبْداً في ا الدُّنْيَا الأَسَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"কোন বান্দা পৃথিবীতে অপর বান্দার দোষত্রুটি আড়াল করে রাখলে আল্লাহপাক কিয়ামতের দিন তার দোষত্রুটি আড়াল করে রাখবেন" (সহীহ মুসলিম)।

নির্লজ্জের গীবত:

যে ব্যক্তি নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্যে পাপ কাজ করে বেড়ায় এবং কেউ সমালোচনা করলে বা সতর্ক করলে তার কোন প্রভাব তার উপর পতিত হয় না এই ধরনের লোকের গীবত করা বৈধ।

এ কারণে সাহাবায়ে কিরাম (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নয়নমণি হযরত হুসায়েন (রা)-এর হত্যাকারীদের গীবত করতেন এবং তাদের ভৎসনা করতেন। কারণ তারা ছিল নির্লজ্জ এবং তারা নিজেদের দোষকে পরিপক্ক বুদ্ধির কাজ মনে করতো। গীবতের এই পন্থাকে ইহয়া উলূমিদ-দীন, আইনুল ইলম, দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার, মাতালিবুল মুমিনীন ও সীরাতে আহমাদিয়া গ্রন্থে অনুমোদন করা হয়েছে।

مَنْ الْقَى جِلْبَابَ الْحَيَاءِ فَلَا غَيْبَةَ لَهُ.

"যে ব্যক্তি লজ্জার আবরণ ছিন্ন করলো তার দোষচর্চা গীবত নয় (আলী আল-কারীর শারহু আইনুল ইলম)।

শেখ সাদী (র) বলেন, তিন ব্যক্তির গীবত করা বৈধ: বেহায়া, স্বৈরাচারা শাসক এবং যার গোপন পাপাচার অনাদের ক্ষতির কারণ হয়।

আফসোস ও অনুশোচনারছলে গীবত:

দুঃখ ও আক্ষেপের আকারে গীবত করা বৈধ। খিযানাতুর রিওয়ায়াত, তানবীরুল বাসাইর, রদ্দুল মুহতার ও সীরাতে আহমাদিয়া গ্রন্থে এই প্রকারের গীবত অনুমোদন করা হয়েছে। যেমন আফসোস! অমুক ব্যক্তি নামায পড়ে না, রোযা রাখে না, যাকাত দেয় না। কারো কোন খারাপ কাজে আক্ষেপ করা উত্তম। কোন মুসলমানকে শয়তানের নিকট পরাজিত হয়ে গুনাহের কাজে লিপ্ত দেখে তার অবস্থার প্রতি করুণা প্রকাশ করা উচিত। কোন কোন কালাম শাস্ত্রবিদ বলেন, কোন ব্যক্তির দোষত্রুটি চর্চা করে তাকে অপমানিত করার উদ্দেশে তা গীবত হিসাবে গণ্য হবে, তবে আফসোস প্রকাশ করা হলে তা গীবত হবে না (খিযানাতুর রিওয়ায়াত)।

অপরিচিত ব্যক্তির গীবত:

কোন ব্যক্তির নামোল্লেখ না করে তার গীবত করা বৈধ। বাযযাযিয়া, সীরাতে আহমাদিয়া, দুররুল মুখতার, খিযানাতুর রিওয়ায়াত ও তামবীহুল গাফিলীন গ্রন্থে এই পন্থা অনুমোদন করা হয়েছে।

আরও কিছু বৈধ গীবত রয়েছে,নিচে তা আলোচনা করা হলো:

- কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন উপাধিতে প্রসিদ্ধ হলে এবং তাতে তার কোন দোষের প্রতি ইঙ্গিত থাকলে তাকে সেই উপাধিতে স্মরণ করায় কোন দোষ নাই। কারণ ঐ উপাধিতে

তার পরিচয় না দিলে লোকেরা তাকে চিনতে পারবে না। যেমন এক ব্যক্তি 'আরাজ' (বিকলাঙ্গ) উপাধিতে পরিচিত। মুহাদ্দিসগণ এই উপাধির একজন রাবীর হাদীস উক্ত উপাধিসহ বর্ণনা করেছেন। তবে যতটা সম্ভব উক্তরূপ উপাধিতে স্মরণ পরিহার করাই উত্তম। ইহয়া উলূমিদ্দীন, নুযহাতুল মাজালিস, রদ্দুল মুহতার, মাতালিবুল মুমিনীন ও শারহু সহীস মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থে এই পন্থা অনুমোদন করা হয়েছে।

- দ্বীনের শক্তি বর্ধনের উদ্দেশ্যে গীবত করা যাবে।
রদ্দুল মুহতার (শামী) গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, দ্বীন ইসলামকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে গীবত করা বৈধ। যেমন মুহাদ্দিসগণ হাদীসের রাবীদের বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতা সম্পর্কে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে কোন রাবী সম্পর্কে বলেছেন, সে ডাহা মিথ্যাবাদী, তার স্মরণশক্তি দুর্বল, সে মনগড়া হাদীস বর্ণনা করে, সে প্রত্যাখ্যাত (মুনকার) রাবী। অতএব তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।

- মানুষকে পাপাচার বা তার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য কোন জীবিত ব্যক্তির বা মৃত ব্যক্তির গীবত করা এবং এর সাথে তার শাস্তির কথা উল্লেখ করা বৈধ। যেমন অমুক ব্যক্তি দোযখের উপযোগী, কারণ সে হাড়কিপ্টা কৃপণ। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে লোকদেরকে কৃপণতা পরিহারে উদ্বুদ্ধ করা। অথবা অমুক ব্যক্তি জীবদ্দশায় সর্বদা পাপাচারে লিপ্ত থাকতো, মরার পর সে কবরে শাস্তি ভোগ করছে অথবা অমুক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে, কারণ সে এই গুনাহ করেছিল। অথবা আমি স্বপ্নে অমুক ব্যক্তিকে এই শাস্তিতে নিমজ্জিত দেখেছি। এখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অপমান করা উদ্দেশ্য নয়, বরং মানুষকে পাপাচারের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করাই উদ্দেশ্য।'

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর সঙ্গীদের বলেন: কবরে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। একজন চোগলখোরি করার কারণে শাস্তি ভোগ করছে এবং অপরজন বেহায়ার মত জনসমক্ষে পেশাব করতো (তিরমিযী)।

৭) গীবত যেনার চাইতেও ভয়ঙ্কর:

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا

"গীবত যেনার চেয়েও মারাত্মক" (ইবনে আবিদ দুনয়ার সীরাতে আহমাদিয়া)।

الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنْ ثَلْثِينَ زِنَةٍ فِي الْإِسْلَامِ.

'ইসলামে গীবত তিরিশ বার যেনার চেয়েও মারাত্মক' (আইনুল ইলম)।

যেনা যেমন ঘৃণিত বিষয়, গীবতও তদ্রূপ ঘৃণিত বিষয়। যেনায় লিপ্ত ব্যক্তি আল্লাহর অধিকার খর্ব করে তাঁর বিধান লংঘনের মাধ্যমে। অপরাধী তওবা করলে আল্লাহ তার অপরাধ ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু গীবতকারী আল্লাহর বিধান লঙ্ঘনের মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর বান্দা দুইজনের অধিকার খর্ব করে। এ ক্ষেত্রে গীবতের দ্বারা যার সম্মানে আঘাত হানা হয়েছে সে অপরাধীকে ক্ষমা না করলে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করবেন না।

৮) সাহাবায়ে কেরামের রীতি:

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামেদ গাযালী (রঃ) বলেন-

كَانَ الصَّحَابَةُ يَتَلَاقُوْنَ بِالْبِشْرِ وَلَا يَغْتَابُونَ عِنْدَ الْغَيْبَةِ ويرونَ ذَلِكَ أَفْضَلُ الْأَعْمَال

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর রীতি ছিল, তাঁরা কারো সাথে মিলিত হতে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় মিলিত হতেন। কারো অনুপস্থিতিতে তার গীবত করতেন না। এমন করতেন না যে, কারো সম্মুখে প্রশংসা এবং পেছনে দুর্নাম করবেন। এটা তাঁরা উত্তম আমল মনে করতেন।

যারা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর রীতি অনুসরণ করে চলবে তারা জান্নাতে। আর যারা তাঁদের রীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবে তারা জাহান্নামে যাবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে একবার দুর্গন্ধময় ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত হয়। তিনি এরশাদ করলেন, এ দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু প্রবাহিত হওয়ার কারণ, মোনাফেকরা কোন মুসলমানের গীবত করেছে।- (খাযানাতুর রেওয়ায়াত)

বাস্তব দৃষ্টিতে দেখলে বর্তমানকালেও গীবতের কারণে নানা প্রকার কষ্ট মসিবত আপতিত হয়। সর্বপ্রকারের কঠোরতা সংকীর্ণতা আত্মপ্রকাশ করে। অথচ মানুষ এর প্রতি উদাসীন। গীবতের কুফলস্বরূপ নানা প্রকার কষ্ট মসিবত, কঠোরতা সংকীর্ণতা দেখেও তওবা করে না।

জনৈক ব্যক্তি চিঠিতে কয়েকজনের গীবত লেখে মানুষের কাছে পাঠায়। এ কাজ আল্লাহ তাআলার নিতান্তই অপছন্দ হয়। তার থেকে এক ভুল কর্ম প্রকাশ পায়। ঘটনাক্রমে একদিন সে এবং তার এক ছাত্রের মাঝে ঘটনা ঘটে। ছাত্রপ্রবর তাকে যথেষ্ট দাপটায়। এ নিয়ে রক্তপাত, এ ঘটনা বিপুল সংখ্যক লোকের উপস্থিতিতে সংঘটিত হয়।লোকটি খুবই লজ্জিত অনুতপ্ত হয়। এতদসত্ত্বেও তার মনে হল না, এটা গীবত এবং দুর্নাম রটনারই প্রতিফল।

৯) গীবত পরিহার সমগ্র দুনিয়া থেকে উত্তম:

হযরত ওহায়ব মক্কী (রঃ) বলেন-

لَأَنْ أَدْعُ الْغَيْبَةَ إِلَى أَحَبُّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَأَنْ أَغْضُ
بَصَرِى أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ يَكُونَ الدُّنْيَا لِي وَمَا فِيهَا

"আমার নিকট গীবত পরিহার এবং দৃষ্টি নিম্নগামী রাখা সমগ্র দুনিয়া ও দুনিয়ার সব বস্তু হতে উত্তম"। -(তাম্বীহুল গাফেলীন)

গীবত পরিহার সমগ্র দুনিয়া এবং দুনিয়ার সব বস্তু হতে উত্তম হওয়ার কারণ, দুনিয়া অস্থায়ী ধ্বংসশীল, এর কোন স্থায়িত্ব নেই। আর আখেরাতে দুনিয়ার কোন বস্তু মিলবে না; বরং দুনিয়ার বস্তু সামগ্রীর কারণে মানুষ আখেরাতে শুধু দুঃখ অনুতাপ অনুশোচনাই লাভ করবে। পক্ষান্তরে গীবত পরিহারের সওয়াব আখেরাতে পাওয়া যাবে। আর

আখেরাতে যে সওয়াব লাভ করবে সেই আনন্দিত উৎফুল্ল হবে। তাই হযরত ওহায়ব (রঃ) গীবত পরিহার সমগ্র দুনিয়া হতে উত্তম বলেছেন।

১০) অন্যের গোপন বিষয় ফাস করার অনিষ্ট:

কারো দোষ এবং গোপন বিষয় ফাস করার প্রথম অনিষ্ট হল, যার দোষ এবং গোপন বিষয় ফাস করা হয়, ফাসকারী তার নিকট তুচ্ছ অসম্মানী হয়ে যায়। অথচ বর্তমানকালে এ বিষয়টা অনেক বেশী ব্যাপক হয়ে গেছে। প্রত্যেকেই অন্যের গোপন বিষয় ফাস করে দেয়। একজনকে অন্য জনের গোপন বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ দেয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি বলেও দেয়, এ কথা কারো কাছে বলবেন না-তবু সে কথা অন্যকে বলে দেয়।

১১) এবাদতের চাইতে গীবত পরিহার উত্তম:

তাবেয়ীগণের কেউ কেউ বলেন- আমরা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর অবস্থা দেখেছি, তাঁরা নামায রোযাকে তেমন এবাদত মনে করতেন না, যেমন গীবত করাকে এবাদত মনে করতেন। এহইয়াউল উলূম গ্রন্থকার মতে, যদিও নামায সবচেয়ে উত্তম এবাদত এবং কেউ কেউ রোযাকে উৎকৃষ্টতর এবাদতের মধ্যে গণ্য করেছেন, কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম গীবত থেকে বেঁচে থাকা নামায রোযার চাইতেও উত্তম এবাদত মনে করতেন। এর কয়েকটি কারণ রয়েছে।

কারণ: নামায রোযা আল্লাহ তাআলার এমন এবাদত, যেগুলো পরিত্যাগ করলে শুধু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ভর্ৎসনা তিরস্কার করা হবে, শাস্তি দেয়া' হবে। কিন্তু এর সাথে বান্দার অধিকার সংযুক্ত নয়। বিপরীতপক্ষে গীবতের মধ্যে আল্লাহ তাআলার নাফরমানী অবাধ্যতা ছাড়া বান্দার অধিকারও *সংযুক্ত* রয়েছে। আল্লাহ তাআলা দয়ালু, ক্ষমাশীল, তওবা দ্বারা তাঁর নাফরমানী অবাধ্যতার গোনাহ মাফ হতে পারে। কেননা, তিনি বান্দার উপর রহমতের দৃষ্টি রাখেন, এমনকি কাফেরকেও রিজিক প্রদান করেন। তাই গোনাহগার বান্দা আল্লাহর রহমতের দরবারে হাত উঠিয়ে কান্নাকাটি করে গোনাহ মাফ চাইলে নিঃসন্দেহে তিনি মাফ করে দেবেন। গোনাহগার নিজের গোনাহের জন্য লজ্জিত অনুতপ্ত হলে আল্লাহ তাআলা তার উপর রহম করবেন। কেননা, চাকর

অবাধ্যতা করার পর যদি হাত জোড় করে মনিবের সামনে দাঁড়ায়, তা হলে মনিব চাকরের অপরাধ অবাধ্যতা মাফ করে দেন। বিপরীতপক্ষে গীবতকারী শুধু তওবা করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেই দায়িত্বমুক্ত হবে না, যতক্ষণ না যার গীবত করেছে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে অপরাধ ক্ষমা না করাবে। সুতরাং, নামায পরিত্যাগের চাইতেও গীবত নিকৃষ্টতর গোনাহ। আর গীবত পরিত্যাগ রোযার চাইতে উত্তম।

নামায রোযা পরিত্যাগ হস্ত পদ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গোনাহ। আর গীবত হল রসনার গোনাহ এবং রসনার গোনাহ অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গোনাহের চাইতে অনিষ্টকর। এ কারণে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) গীবতকে নামায রোযা পরিহারের চাইতে অনিষ্টকর মনে করতেন।

১২) গীবতের গুনাহ মোচনের উপায়:

সব ধরণের অন্যায় থেকে নিজেকে হেফাযত রাখা মুমিনের একান্ত কর্তব্য। সুতরাং গীবত থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরি। অবশ্য কারো দ্বারা যদি এরূপ গর্হিত অপরাধ সংঘটিত হয়ে যায় তবে তাকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ক্ষতিপূরণের দিক থেকে গুনাহ দুই প্রকার:

(ক) আল্লাহর হক নষ্ট করার গুনাহ

(খ) বান্দার হক নষ্ট করার গুনাহ।

(ক) আল্লাহর হক: যা আল্লাহর হকের মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অমান্য করা। এধরনের পাপের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে হবে এবং খাঁটিভাবে তওবা করতে হবে। তাহলে আল্লা ইচ্ছা করলে তা ক্ষমা করতে পারেন। আর আল্লাহ ক্ষমা না করলে তিনি যে শাস্তি দেবেন তা ভোগ করতে হবে।

(খ) বান্দার হক: যে গুনাহ বান্দার হকের মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে। দুনিয়াতে থাকতেই হকদারের সাথে এর মিমাংসা করে নিতে হবে। হয়ত তার হক ফেরত দিতে হবে অথবা তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করবেন

না। আর গীবত হল বান্দার হক। তাই যে গীবত করেছে তার উচিত হবে, সে যার গীবত করেছে দুনিয়াতে থাকতেই তার নিকট হতে ক্ষমা চেয়ে নেয়া। নতুবা গীবতকারীর নেকী সে যার গীবত করেছে তাকে দিয়ে দেয়া হবে।

১৩) গীবতকারীকে ক্ষমা করা:

কেউ ক্ষমা চাইলে তকে ক্ষমা করা উচিত। যেহেতু তিনটি গুণ খুবই উত্তম:

تُعْطِي مَنْ
حَرَمَكَ، وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ، وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ

১. যে তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দেবে।

২. যে তোমার প্রতি যুলুম করে তুমি তাকে ক্ষমা করবে।

৩. যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখবে। (বায়হাকী-৭৫৮৪)

১৪) গীবত শুনার অপকৃষ্টতা:

জেনে রাখা উচিত, গীবত করা যেমন হরাম, তেমনি শুনাও হারাম। তাই কেউ কারো গীবত করলে তা শুনা, তাকে বাধা না দেয়া এবং অন্য মুসলমানের সম্মানহানিতে আনন্দিত হওয়া বিরাট গোনাহ।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন-

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْغَيْبَةِ وَاسْتِمَاعُ الْغَيْبَةِ

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গীবত করতে এবং গীবত শুনতে নিষেধ করেছেন। -(সীরাতে আহমদিয়া আফাতুল আযান অধ্যায়)

কেউ কারো গীবত করতে থাকলে শ্রোতার চারটি করণীয় রয়েছে-

প্রথম- কারো গীবত শুনতে পেলেই তার প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করবে না। গীবতকৃতের যেসব মন্দ বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে তা সত্য বলে বিশ্বাস করবে না,

অন্যের নিকট বর্ণনা করবে না। মনে করবে, গীবতকারী একটি কবীরা গোনাহ করেছে। সুতরাং কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তির কোন কথা ধর্তব্য নয়। সম্ভবতঃ যার গীবত করা হয়েছে, তার সাথে গীবতকারীর কোন শত্রুতা রয়েছে, তাই তার মন্দ দিকগুলোই বর্ণনা করছে। সুতরাং এসব মন্দ বিষয় বর্ণনাকারীর সত্যবাদী হওয়া অনিশ্চিত।

দ্বিতীয়- কারো গীবত হচ্ছে শুনতে পেলে নিজেও তাতে শরীক হয়ে মুসলমান ভাইয়ের দোষ আরও বেশী করে প্রকাশ করবে না; বরং মনে করবে, গীবতকারী আল্লাহ তাআলার নিকট নিন্দিত তিরস্কৃত। তার অনুসরণ করলে আল্লাহ তাআলা আমার প্রতিও ক্ষ্যাপে যাবেন এবং হাশরের দিন আমাকে আযাব দেবেন।

তৃতীয়- কোন মুসলমানের গীবত হচ্ছে শুনতে পেলে তার প্রশংসা শুরু করা এবং তার সাহায্যে এগিয়ে আসা আবশ্যক, যাতে গীবতকারী অন্য মুসলমানের গীবত হতে বিরত হয়। অন্যথায় কেয়ামতের দিন সে অপদস্থ অপমানিত এবং খুবই দুঃখিত অনুতপ্ত হবে।

চতুর্থ- গীবতকারীকে কথার মাধ্যমে সৎকাজের আদেশ দেবে, গীবত করতে নিষেধ করবে। অথবা হাত বা চোখের ইশারায় অন্য মুসলমানের গীবত করতে নিষেধ করবে। শাসক বা প্রভাবশালীদের ভয়ে নিষেধ করা সম্ভব না হলে নিজে মজলিস ছেড়ে সচলে যাবে। এও সম্ভব না হলে মনে মনে গীবতকে মন্দ জানবে। গীবতের প্রতি সন্তুষ্টি দেখিয়ে চুপচাপ মজলিসে বসে থাকবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

مَنْ اغْتِيْبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمَ فَلَمْ يَنْصُرُهُ وَهُوَ يَسْتَطِيعُ نصره أَدْرَكَهُ أَتَتَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

---যার সামনে তার মুসলমান ভাইয়ের গীবত করা হয়, আর শক্তি থাকা সত্ত্বেও সে মুসলমান ভাইকে সাহায্য করে না (গীবত প্রতিরোধ করে না), আল্লাহ তাআলা উভয় জগতে তাকে শাস্তি দেবেন। (সীরাতে আহমদিয়া)

যখন তোমার সামনে কেউ গীবত করতে থাকবে তখন তোমার উচিত হবে,

১. ক্ষমতা থাকলে সরাসরি বাধা দেওয়া।

২. গীবতকৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা, যাতে গীবতকারী তার কথা বন্ধ করতে বাধ্য হয়।

৩. গীবতকারীকে বিশ্বাস না করা। কেননা গীবত একটি মহাপাপ। তা গীবতকারী কখনো বিশ্বস্ত হতে পারে না।

৪. গীবতকৃত ব্যক্তির প্রতি খারাপ ধারণা না করা।

৫. গীবতের কথা শুনে এগুলো অন্যের কাছে প্রচার না করা।

১৫) গীবতের ক্ষতি

গীবতের দ্বারা প্রচুর ক্ষতি হয়, পার্থিব জগতেও পরজগতেও। গীবতকারী দুনিয়া-আখেরাত উভয় স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

গীবতের ক্ষতি নিম্নরূপ:

(এক) গীবতকারীর দোয়া কবুল হয় না। যে ব্যক্তি অনবরত গীবতে লিপ্ত থাকে সে খুব কমই অনুতপ্ত হয়। তাই তার দোয়া কবুল হয় না এবং তার প্রতি করুণা বর্ষিত হয় না।

লোকেরা ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র)-র নিকট অভিযোগ করলো যে, তারা দোয়া করছে কিন্তু কবুল হচ্ছে না, এর কারণ কি? তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে আটটি দোষ রয়েছে, ফলে তোমাদের অন্তরের সজীবতা নষ্ট হয়ে গেছে, তাই তোমাদের দোয়া কবুল হয় না।

(দুই) গীবতের কারণে আমলনামা থেকে সৎ কাজের পরিমাণ কমে যায়।

একদা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন: দেউলিয়া কে তা কি তোমরা জানো? সাহাবীগণ বললেন, যার কোন অর্থ সম্পদ নাই। তিনি (স) বললেন: না অর্থ-সম্পদহীন ব্যক্তি দেউলিয়া নয়। বরং কিয়ামতের দিন দেখা যাবে কোন ব্যক্তি এমন অবস্থায় উপস্থিত হয়েছে যে, সে প্রচুর নামায-রোযা করেছে, যাকাত দিয়েছে কিন্তু সে কারো জায়গা-জমি, অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, কারো গীবত করেছে, কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে অত্যাচার করেছে বা হত্যা করেছে। সেদিন আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাপ্য পূর্ণরূপে পরিশোধ করে দিবেন। অতএব উপরোক্ত বদ কাজের দরুন সেই লোকের আমলনামা থেকে তার নেক আমল কেটে নেয়া হবে। শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে যে, তার আমলনামায় কোন নেক আমল আর বাকি নাই। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যক্তিই হলো দেউলিয়া (বাগাবীর মাআলিমুত তানযীল গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)।

(তিন) গীবতের কারণে বদকাজের পরিমাণ বেড়ে যায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

ايَّاكُمْ وَالْغِيْبَةَ فَإِنَّ فِيهَا ثَلاثُ أَفَاتِ لَا يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاءُ وَلَا

يُقْبَلُ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَيُزْدَادُ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ.

"সাবধান! তোমরা গীবত থেকে দূরে থাকো। কারণ গীবতের মধ্যে তিনটি বিপদ রয়েছে। গীবতকারীর দোয়া কবুল করা হয় না, তার সৎকাজসমূহও কবুল করা হয় না এবং তার আমলনামায় তার পাপ বর্ধিত হতে থাকে" (খিযানাতুর রিওয়ায়াত)।

(চার) গীবতকারীর সৎ কাজ কবুল হয় না। যেমন উপরের হাদীস থেকে আমরা জানতে পেরেছি এবং এই সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেনঃ

مَا النَّارُ فِي الْيَبِسِ بِأَسْرَعَ مِنَ الْغَيْبَةِ فِي حَسَنَاتِ الْعَبْدِ

"বান্দার নেক আমল গীবতের দ্বারা যত দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় আগুনও তত দ্রুত শুকনা বস্তু ধ্বংস করতে পারে না" (ইয়া উলূমিদ্দীন)।

অর্থাৎ শুকনো কাঠে আগুন লাগলে তা কত দ্রুত জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যায় তা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। কিন্তু গীবত তার চেয়েও দ্রুত গতিতে নেক আমল ধ্বংস করে দেয়। অনন্তর গীবতকারী কিয়ামতের দিন কঠিন হিসাবের সম্মুখীন হবে, অপমানিত ও লজ্জিত হবে, নিজের দেহের গোশত চিবিয়ে খাবে, নখের আঁচড়ে নিজের দেহ ক্ষতবিক্ষত করবে, দোযখে যাবে সর্বাগ্রে কিন্তু জান্নাতে যাবে সবশেষে। তাছাড়া গীবতের আরও বহু ক্ষতিকর দিক রয়েছে। যেমন গীবতকারী আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, তার শত্রু সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, শয়তান তার প্রতি প্রসন্ন হয়, সে আল্লাহ্ অসন্তোষের শিকার হয় ইত্যাদি।

(পাঁচ) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গীবতকারীকে পুনরায় রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। দুই রোযাদার ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যোহর ও আসরের নামায পড়লো। আসরের নামাযের পর তিনি তাদের বললেন: তোমরা উভয়ে উযু করে যোহর ও আসরের নামায পুনরায় পড়ে নাও এবং রোযারও কাযা করো। তারা বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! কেন আমাদের জন্য এই হুকুম? তিনি বলেন: তোমরা রোযা অবস্থায় গীবত করেছ (বায়হাকীর শুআবুল ঈমান থেকে মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুল গীবাত)।

এক দিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আজ যেন কেউ আমার নির্দেশ দেয়ার পূর্বে ইফতার না করে। সন্ধ্যা হলে প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে ইফতার করতে থাকে। এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহ্ নবী! দুই যুবতী নারী আমার ঘরে রোযাদার। তারা আপনার নিকট আসতে লজ্জাবোধ করছে এবং ইফতার করার অনুমতি চাচ্ছে। এ কথা শুনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি পরপর তিনবার তার কথার পুনরাবৃত্তি করলো। তৃতীয়বারের পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তাদের

রোযা হয়নি। কারণ যে বক্তি দিনভর মানুষের গোশত খায় (গীবত করে বেড়ায়) তার রোযা কিভাবে হতে পারে। তাদের দুইজনকে এখানে এসে বমন করতে বলো। তারা তাঁর দরবারে উপস্থিত হলে তিনি (স) তাদের একটি পাত্রে বমন করতে বলেন। তারা পুঁজ মিশ্রিত রক্তবমি করলো। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: এই দুই নারী সারা দিন এক জায়গায় বসে মানুষের গোশত খেয়েছে (ইহয়া উলূমিদ্দীন)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: এমন চারটি জিনিস আছে যার দ্বারা উযু নষ্ট হয়ে যায়, নেক আমল নষ্ট হয়ে যায় এবং রোযাও বাতিল হয়ে যায়। তা হলে: গীবত, চোগলখোরি, মিথ্যাচার এবং বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত। এই চারটি জিনিস পাপাচারের শিকড়কে সজীব করে, যেভাবে পানি গাছের শিকড়কে সজীব করে (তামবীহুল গাফিলীন)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন: এমন পাঁচটি জিনিস আছে যার দ্বারা রোযা নষ্ট হয়ে যায়। সেগুলো হলো: মিথ্যাচার, চোগলখোরি, গীবত, মিথ্যা শপথ এবং কোন নারীর প্রতি কামভাব নিয়ে তাকানো (ইহয়া উলুমুদ্দীন, রোযা অধ্যায়)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ النُّورِ وَالْعَمَلِ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يُدَعَ طَعَامَهُ وشرابَهُ .

“যে ব্যক্তি (রোযা থেকেও) মিথ্যাচার ত্যাগ করতে পারলো না তার পানাহার ত্যাগ করায় (রোযা রাখায়) আল্লাহ্ কিছু যায় আসে না” (তিরমিযী)।

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তার রোযার কোন মূল্য ও মর্যাদা দেন না। মোল্লা আলী আল-কারী (র) মিরকাত গ্রন্থে লিখেছেন, 'কাওলায-যূর' অর্থ বাতিল কথা, তা মিথ্যাই হোক অথবা গীবত অথবা চোগলখোরি, যা মানুষের পরিহার করা কর্তব্য।
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন:

كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صَوْمِهِ إِلَّا الْجُوعِ وَالْعَطَشَ

"কত রোযাদার আছে যারা রোযার দ্বারা ক্ষুধা ও পিপাসা ছাড়া আর কিছুই পায় না" (ইয়া উলূমিদ্দীন, সাওম অধ্যায়)।

(ছয়) গীবত করলে আল্লাহ ও তার নবীর অবাধ্যতা করা হয়:

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"রাসূল তোমাদের নিকট যা কিছু নিয়ে আসেন তোমরা তা গ্রহণ কর, আর যা কিছু নিষেধ করেন তা হতে তোমরা বিরত থাক।" (সূরা হাশর- ৭) সুতরাং যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে গীবত করা হয়, তবে তা আল্লাহর ও নবীর অবাধ্যতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

(সাত) পাপের দিকে মন আকৃষ্ট হয়:

কিছু কিছু পাপ আছে যা সংঘটিত হওয়ার কারণে আরো কতগুলো পাপ সংঘটিত হয়ে পাপকে আরো শক্তিশালী করে। গীবত তার মধ্যে একটি।
চারটি জিনিস হচ্ছে পাপের মূল:

(১) গীবত,
(২) মিথ্যা,
(৩) চোগলখোরি

(আট) গীবতকারীর শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়:

গীবতকারী ব্যক্তি যতজন লোকের গীবত করে ততজন লোকের ঘৃণার পাত্র ও শত্রুতে পরিণত হয়। তাই তার শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

(নয়) গীবতকারী আল্লাহর অসন্তুষ্টির শিকার হয়:

আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে গীবত করতে নিষেধ করা সত্ত্বেও বান্দা যদি তাঁর নিষেধ অমান্য করে গীবতের মত ঘৃণিত অপরাধ করে বেড়ায় তবে আল্লাহ তা'আলা তার উপর খুবই অসন্তুষ্ট হন।

(দশ) গীবত বড় ধরনের সুদ:

আমরা মনে করি যে, শুধু টাকা-পয়সাতেই সুদ রয়েছে, কিন্তু তা নয়। গীবতের মাধ্যমেও সুদের সমান অপরাধ হয়ে থাকে। নবী বলেন-

إِنَّ مِنْ أَرْبَيَ الرِّبَا الْإِسْتِطَالَةُ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍ সবচেয়ে বড় সুদ হচ্ছে অন্যায়ভাবে কোন মানুষের মান-সম্মানের উপর আঘাত করা। (আবু দাউদ হা: ৪৮৭৮

(এগারো) পরকালে গীবতকারীদের করুণ পরিণতি:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ
لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا
جِبْرِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ

আনাস বিন মালিক বলেন, রাসূল বলেন, যখন আমার প্রতিপালক আমাকে মেরাজে নিয়েছিলেন, তখন আমি এমন এক শ্রেণীর লোকদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম যাদের নখগুলো ছিল পিতলের নখের মত। যা দ্বারা তারা নিজেদের চেহারা ও বক্ষ খামচাচ্ছিল।

আমি তাদের সম্পর্কে জিবরাঈল (আ:)কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এরা সেসব ব্যক্তি যারা দুনিয়াতে মানুষের গোশত খেত এবং তাদের ইজ্জত নষ্ট করত। অর্থ্যাৎ তারা গীবত করত। (আবু দাউদ হা: ৪৮৭৮)

১৬) গীবত ত্যাগের উপকারিতা:

গীবত পরিহার করা এবং বাকশক্তিকে মানুষের নিন্দা করা থেকে বিরত রাখার মধ্যে অনেক বড় বড় উপকারিতা রয়েছে। গীবত ত্যাগকারী অনেক সম্মানের অধিকারী হয়। গীবত পরিত্যাগের কিছু উপকারিতা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. গীবত করা মুসলমানের গোশত খাওয়ার সমতুল্য। অতএব যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করে সে এক জঘন্য পাপ থেকে বেঁচে যায়।

২. গীবত করা যেনায় লিপ্ত হওয়ার চেয়েও জঘন্য অপরাধ। অতএব যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করলো সে যেনার চাইতে মারাত্মক একটি অপরাধ থেকে নিজেকে রক্ষা করলো।

৩. গীবতের ফলে রোযার মত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত নষ্ট হয়ে যায়। অতএব যে ব্যক্তি গীবত পরিহার করলো সে তার রোযাকে রক্ষা করলো।

৪. গীবতের দ্বারা উযুও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য হানাফী মাযহাব মতে কোন ব্যক্তি উযু করার পর গীবতে লিপ্ত হলে বা মিথ্যা বললে তার পুনরায় উযু করা উচিত। ইবরাহীম নাখঈ (র) বলেন, দু'টি কারণে উযু নষ্ট হয়। পায়খানা-পেশাবের রাস্তা দিয়ে কিছু নির্গত হলে এবং কোন মুসলমানকে কষ্ট দিলে (বায়হাকী)। আয়েশা (রা) বলেন, ঘুমের দ্বারা যেভাবে উযু নষ্ট হয়, তেমনিভাবে মিথ্যাচার ও গীবতের কারণেও উযু নষ্ট হয়ে যায় (দুররে মানছুর)। অতএব যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করলো সে নিজের উযুকে রক্ষা করলো, যে উযু ছাড়া নামায পড়া যায় না, কুরআন স্পর্শ করা যায় না।

৫. গীবত ত্যাগের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে অর্থাৎ কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে যেতে পারে। কুরআন মজীদে গীবতকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

৬. গীবতের মাধ্যমে গীবতকারী অপর ব্যক্তিকে আহত করে। সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, আমি কোন ব্যক্তির গীবত করার চেয়ে তাকে তীর দিয়ে আহত করাটা সহজতর অপরাধ মনে করি। অতএব যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করলো সে অন্যকে আহত করা থেকে বিরত থাকলো।

৭. যে ব্যক্তি নিজের বাকশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে না এবং মানুষের গীবত করে বেড়ায় সে পরিশেষে অপমানিত হয়। অতএব গীবত ত্যাগ করে নিজেকে অপমানের হাত থেকে বাঁচানো যায়।

৮. কোন ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করে নিজের অন্তরাত্মাকে নির্মল ও পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُقْطَةً سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ.

"মুমিন ব্যক্তি যখন কোন গুনাহের কাজ করে তখন তার অন্তরাত্মায় একটি কালো দাগ পড়ে যায়" (ইবনে মাজা)।

অতএব কোন ব্যক্তি গীবত পরিহার করলে তার অন্তরে দাগ পড়তে পারেনা। ফলে তার অন্তর নির্মল ও স্বচ্ছ থাকে।

৯. যে ব্যক্তি গীবত করে না সে কিয়ামতের দিন লজ্জিত ও অপমানিত হবে না। কারণ সে মানুষের মান-সম্মানে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থেকেছে।

গীবতে লিপ্ত হওয়ার কারণ ও তার প্রতিকার মানুষ বিভিন্ন কারণে গীবতে লিপ্ত হয়। যেমন কোন ব্যক্তির প্রতি কোন কারণে অসন্তুষ্ট হলে অসন্তুষ্ট ব্যক্তি তার প্রতিপক্ষের গীবতে লিপ্ত হয়। এই অসন্তুষ্ট হওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। শত্রুতা ও অহংকারের

বশবর্তী হয়েও কোন ব্যক্তি অপরের গীবতে লিপ্ত হয়ে থাকে। এক ব্যক্তিকে গীবত করতে দেখে অপর ব্যক্তি তার সাথে তাল মিলিয়ে গীবতে লিপ্ত হতে পারে। কোন ব্যক্তিকে অপমান করার উদ্দেশ্যেও তার প্রতিপক্ষ গীবতে লিপ্ত হয়ে থাকে। যেসব কারণে মানুষ অপরের গীবত করে সেই সব কারণ নিজের মধ্য থেকে দূর করতে পারলেই অপরের দোষ চর্চার এই মারাত্মক রোগের প্রতিকার হতে পারে (বিষয়টি ইমাম গাযালীর নিবন্ধে বিস্তারিত দেখুন)।

১০. গীবতের ফলে ইবাদাত নষ্ট হয়ে যায়। অতএব যে ব্যক্তি গীবত পরিহার করল সে তার আমলকে রক্ষা করল।

১১. গীবত করলে অপর মুসলিম ভাইয়ের প্রতি খারাপ ধারণা জন্ম নেয়। তাই গীবত থেকে বেঁচে থাকলে, অপর মুসলিম ভাইয়ের প্রতি খারাপ ধারণা জন্মাবে না এবং মুসলিম ঐক্যে সৃষ্টি হয়।

১২. প্রত্যেক মুসলমানের নিকট অপর মুসলিম ভাইয়ের মান-সম্মান তার নিকট আমানতস্বরূপ। আর গীবত করলে সে আমানতের খিয়ানত করা হয়। অতএব গীবত না করলে অপর মুসলিম ভাইয়ের আমানত রক্ষা করা হয়।

১৩. গীবত করলে সামাজিক শৃংখলা বিঘ্নিত হয়। তাই গীবত না করলে সামাজিক শৃংখলা অটুট থাকবে।

১৪. কবরের আযাবের অন্যতম কারণ হচ্ছে গীবত। অতএব গীবত ত্যাগ করলে কবরের আযাব থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবে।

১৫. গীবত করলে শয়তান আনন্দিত হয় এবং সে তার প্রতি দ্রুত প্রাধান্য লাভ করে। আর গীবত ত্যাগ করলে শয়তান সে সুযোগ পায় না।

১৬. গীবতকারীর শত্রু সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, আর গীবত ত্যাগ করলে শত্রুতা কমে যায়।

১৭) গীবত করার কারণসমূহঃ

বিভিন্ন কারণে গীবতচর্চা হয়ে থাকে। তার মধ্যে আটটি কারণ সর্বসাধারণের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তিনটি কারণ উচ্চ পর্যায়ের দীনদার ব্যক্তিদের সাথে সংশ্লিষ্ট।

(১) ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মনের ঝাল মিটানোর জন্য একে অপরের দোষচর্চা করে থাকে। অর্থাৎ কোন কারণে কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি রুষ্ট হলে উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে তার দোষ বর্ণনা করতে থাকে এবং মনের ক্ষোভ মিটাতে থাকে। এই ক্রোধ গীবত বা পরনিন্দার অন্যতম কারণ।

(২) মানুষ কখনো অন্যদের দেখাদেখি গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং অপরের সাথে তাল মিলাতে থাকে। যেমন নিজের কোন বন্ধু বা সহযোগী কারো দোষচর্চা করতে লাগলে সে মনে করে, আমি যদি তার সাথে তাল না মিলাই তবে সে অসন্তুষ্ট হবে। তাই সঙ্গদোষে সেও দোষচর্চায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।

(৩) পরিণাম চিন্তার বশবর্তী হয়েও কেউ গীবতে লিপ্ত হতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তির আশঙ্কা হলো যে, তার বিরুদ্ধে অমুক ব্যক্তি কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির নিকট কুৎসা করতে পারে বা সাক্ষ্য দিতে পারে। তাই সে আগেভাগেই তার প্রতিপক্ষের কুৎসা শুরু করে দেয় যাতে তার প্রতিপক্ষের কথা গ্রহণযোগ্য না হয় এবং প্রভাবশালী ব্যক্তির মনে একটি ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকে যে, লোকটি তার বিরুদ্ধে অযাচিত কথা বলছে।

(৪) কোন দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যেও কেউ গীবতের চর্চায় লিপ্ত হতে পারে। যেমন কেউ তার প্রতিপক্ষের নাম উল্লেখ করে বললো, অমুকও এরূপই করেছে অথবা বলতে পারে যে, সেও আমার সাথে শরীক ছিল এবং আমি একান্তই নিরুপায় ছিলাম।

(৫) অহংকার, আত্মগর্ব ও ঔদ্ধত্যের কারণেও কেউ পরচর্চায় জড়িয়ে পড়তে পারে এবং অন্যদের নীচ ও নিজেকে সম্ভ্রান্ত বলে জাহির করতে পারে। যেমন কারো এ কথা

বলা যে, অমুক ব্যক্তি নিরেট মূর্খ, তার উত্তম বোধশক্তি নাই। অর্থাৎ তার কথার লক্ষ্য এই যে, সে-ই সত্যিকারের জ্ঞানী এবং অন্যরা খুব কমই জ্ঞাত।

(৬) প্রতিহিংসার কারণেও পরচর্চা হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তির প্রতি যখন লোকদের ভালোবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তারা তাকে সম্মান প্রদর্শন করে, তার প্রশংসা করে, তখন এতে হিংসুকের মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠে। সে কামনা করে, লোকটি যে মর্যাদা ও ভালোবাসা লাভ করেছে তা যেন তার হাতছাড়া হয়ে যায়। অন্য কিছু করতে না পারলেও সে তার গীবত চর্চায় মেতে উঠে, যাতে লোকজন তার সান্নিধ্যে যাওয়া ত্যাগ করে।

(৭) হাসি-তামাশা, ক্রীড়া-কৌতুক ও ঠাট্টাচ্ছলেও মানুষ কারো গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে। সময় কাটানোই এর মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে।

(৮) অপরকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছজ্ঞান করার কারণেও গীবতচর্চা হতে পারে। এটা সামনা-সামনিও হতে পারে এবং অনুপস্থিতিতেও হতে পারে।

গীবতের আরও যে তিনটি সূক্ষ্ম কারণ রয়েছে তার মধ্যে বাহ্যত কল্যাণের উপাদান নিহিত থাকলেও শয়তান এর সাথে ক্ষতিকর উপাদান মিশ্রিত করে দেয়। বিশিষ্ট পর্যায়ের ধর্মভীরু লোকের মধ্যেই এই তিন প্রকারের কারণ সীমাবদ্ধ।

(ক) কোন দীনদার ব্যক্তির মধ্যে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তার কোন ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত হয়ে অবাক বিস্ময়ে এ কথা বলা যে, এই লোকটি থেকে এরূপ ত্রুটি প্রকাশ পাবে তা আমরা আশা করিনি। নামোল্লেখ করে এরূপ বলা হলে তা গীবত হিসাবে গণ্য হবে এবং মন্তব্যকারী গুনাহগার হবে। অবশ্য নামোল্লেখ না করে কিছু বললে তাতে গীবত হবে না।

(খ) কোন দীনদার ব্যক্তির ভুল-ত্রুটি লক্ষ্য করে তার প্রতি দয়ার উদ্রেক হওয়া এবং তার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার মাধ্যমেও গীবত হতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তিকে কোন

সমালোচনাযোগ্য কাজে লিপ্ত দেখে তার প্রতি দয়া ও দুঃখ প্রকাশার্থে এভাবে বলা যে, তার জন্য বড়ই আফসোস হয়, সে এরূপ বিপদে জড়িয়ে পড়েছে। দুঃখ প্রকাশ করার দৃষ্টিকোণ থেকে কথাটি যদিও যথার্থ মনে হয়, কিন্তু দুঃখ প্রকাশ করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামোল্লেখ করায় তা গীবতের পর্যায়ে চলে যায়।

(গ) আল্লাহ্ ওয়াস্তে ক্রোধ বা অভিমান করতে গিয়েও গীবতের সূত্রপাত হতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তিকে খারাপ কথা বলতে দেখা গেলো বা শোনা গেলো। তখন তার প্রতি সহমর্মিতার দরুন গোসা বা অভিমানের উদ্রেক হয়। এই অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামোল্লেখ করে গোসা বা অভিমান ব্যক্ত করলে তা গীবতে পর্যবসিত হয়, নামোল্লেখ না করে তা করা হলে গীবতের পর্যায়ে পড়ে না। এখানে উত্তম পন্থা হলো, অপরের নিকট সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ক্রোধ বা অভিমান প্রকাশ না করে বরং একান্তে তার সামনেই অভিমান প্রকাশ করা। এতে উভয়ই গুনাহ থেকে রক্ষা পেতে পারে।

১৮) গীবত থেকে বাঁচার উপায়:

-দ্বীনের সঠিক জ্ঞান অর্জন ও তদনুযায়ী কর্মই হলো খারাপ স্বভাব থেকে নিরাময় লাভের মহৌষধি। কারো গীবত করার ইচ্ছা জাগ্রত হলেই সাথে সাথে আল্লাহ পাকের নির্দেশ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী স্মরণ করতে হবে, যাতে গীবতের ভয়ংকর পরিণতি সম্পর্কে উল্লেখ আছে। আরও স্মরণ করতে হবে যে, যার গীবত করা হবে তার পাপ গীবতকারীর আমলনামায় সরিয়ে দেয়া হবে এবং গীবতকারীর পুণ্য তার আমলনামায় যোগ করা হবে। এভাবে গীবতের কারণে পাপের পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং পুণ্যের পরিমাণ কমে যাবে, পরিণতিতে দোযখের বাসিন্দা হতে হবে।

- গীবত ত্যাগের আরেকটি উপায় এই হতে পারে যে, যখন কারো দোষচর্চার ইচ্ছা হবে, তখনই নিজের মধ্যকার দোষসমূহ স্মরণ করতে হবে এবং চিন্তা করতে হবে: যে

দোষ আমার মধ্যে আছে সেই দোষের জন্য আমি অপরের বদনাম কীভাবে করতে পারি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ.

"সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য যাকে তার নিজের দোষ-ত্রুটি অপরের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা থেকে বিরত রাখে" (বায্যায)।

দোষগুণেই মানুষ। যে ব্যক্তি নিজেকে সমস্ত দোষ থেকে মুক্ত মনে করে তার মত বড় আহাম্মক আর কেউ নয়।

- যখন গীবত করার ইচ্ছা জাগবে তখন মনে মনে চিন্তা করবে যে, কেউ যদি আমার গীবত করে তবে আমি দুঃখ পাবো, মানুষের সামনে লজ্জিত হবো, অপমানিত হবো, আমার সম্পর্কে মানুষের সুধারণা নষ্ট হয়ে যাবে এবং আমার মান-ইজ্জত ভূলুণ্ঠিত হবে। তদ্রূপ আমি যদি কারো গীবত করি তাহলে তার অবস্থাও তো ঐরকম হবে। অতএব আমার বিরুদ্ধে যা করা হলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হই, সেই ধরনের কাজ অপরের বিরুদ্ধে আমার করা উচিত নয়।

ক্রোধ ও হিংসার বশবর্তী হয়েই মানুষ সাধারণত গীবতে লিপ্ত হয়। ক্রোধ সংবরণ করা অত্যন্ত ধৈর্যের ব্যাপার। খুব কম লোকই ক্রোধ সংবরণ করতে পারে। ক্রোধের কারণে মানুষ দোযখে যাবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

إِنَّ لِجَهَنَّمَ بَابًا لَا يَدْخُلُ مِنْهُ إِلَّا مَنْ شَفَى غَيْظَهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ تعالى

"দোযখের একটি বিশেষ দরজা আছে। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানি করে সে ঐ দরজা দিয়ে দোযখে প্রবেশ করবে"।

- উত্তম তাকওয়া অর্জন করতে হবে।

- জবানের ভাষা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মুখে যা আসবে তা-ই বললে চলবে না বরং প্রত্যেকটি কথা হিসাব করে যথাস্থানে ব্যবহার করতে হবে।আল্লাহ সব কথা,কাজ রেকর্ড রাখছেন।

রাসূলুল্লাহ্ আরও বলেন,

وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ.

"মানুষের জিহ্বার কর্মফলই মানুষকে তার মুখের ভরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। "

- আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার ভয় থাকতে হবে
আল্লাহর অসন্তোষ থেকে নিজেকে হেফাজত করা
আত্ম সমালোচনা বা নিজের ক্রুটির প্রতি খেয়াল করা।
- চরিত্র ধ্বংসের ভয় করা ।
- অন্যের প্রতি জুলুম না করা।
- অন্যের প্রতি যুলুম না করা:

- নিজে যেমন ভাল ব্যবহার পেতে চাই, অপরের সাথে অনুরূপ ভাল ব্যবহার করা। বহু মানুষ এমন রয়েছে যারা শুধু একাই মানুষের নিকট থেকে উত্তম আচরণ ও সম্মান পেতে চায়। কিন্তু অন্যকে ভাল আচরণ ও সম্মান দেয়ার কথা মোটেই চিন্তা করে না। এটা বড় অন্যায়, নিজে সম্মান পেতে হলে অন্যকে সম্মান দিতে হবে, অপরের সাহায্য পাওয়ার আশা করলে অন্যকেও অবশ্যই সাহায্য করতে হবে। তবেই তো নিজের নফসের উপর ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। রাসূল বলেন,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

"নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যের জন্যও পছন্দ না করা পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না।"

অতএব নিজের কোন বিষয় নিয়ে মানুষ গীবতে লিপ্ত হোক এটা যেম করবে, ঠিক তেমনিভাবে অন্যের গীবতে লিপ্ত হওয়াকেও ঘৃণা করবে।

- সৎ সঙ্গী গ্রহণ করতে হবে। ভাল-মন্দ পথে পরিচালিত হওয়ার ক্ষেত্রে সঙ্গীর প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। এজন্যই তো বলা হয় 'সৎ সঙ্গে স্বর্গ বাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'। অতএব সঙ্গী যদি ভাল আচরণের হয় তাহলে সে গীবতের মত জঘন্য পাপ ও এর ভয়াবহ পরিণতি থেকে সঙ্গীকে অবশ্যই রক্ষা করার চেষ্টা করবে।

- অন্যের ধন-সম্পদ ও মান-মর্যাদা দেখে হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা বর্জন করতে হবে। কেননা এর ফলে নেকি ও পুণ্য নষ্ট হয় এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি নেমে আসে। পক্ষান্তরে যার হিংসা করা হয় তার কোনই ক্ষতি হয় না। যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। এই পরশ্রীকাতরতা মহিলাদের মধ্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

- মরণের কথা স্মরণ করা। মৃত্যুর ভীষণ ব্যথাদায়ক যন্ত্রণা ও কবরের ভয়াবহ আযাবের প্রতি ঈমান রেখে তা থেকে বাঁচার জন্য প্রাণপন চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। কেননা গীবতের কারণেও মৃত্যুর শাস্তি কঠিন হবে।

- পরকালের পাথেয় সংগ্রহ। বিভীষিকাময় কিয়ামত দিবসে আসল সম্বল হবে নিজের সৎ আমল। অতএব এই সম্বল যেন কোন খারাপ আমলের দ্বারা নষ্ট হয়ে না যায় সেদিকে সজাগ থাকতে হবে। আর সৎ আমল নষ্ট করার অন্যতম উপায় হচ্ছে গীবত।

- আত্মপ্রশংসা থেকে বিরত থাকা। আত্মপ্রশংসা না করে নিজের অসংখ্য ভুলের বা গুনাহের কথা স্মরণ করে বার বার তাওবা করতে হবে।

- প্রতিটি কথা রেকর্ড হয় এ কথা মনে রাখা মনে রাখতে হবে যে, আমরা যাই বলিনা কেন তা আল্লাহর ফেরেশতারা যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। আর এ জন্য আমাদেরকে আল্লাহর নিকট হিসাব দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ - مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

"স্মরণ রেখো! দুই ফেরেশতা তার ডানে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য অতন্দ্র প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে।" (সূরা কাফ- ১৭, ১৮)

কথা কম বলা ও চিন্তা-গবেষণা বেশি করা। কথা কম বলে চিন্তা-গবেষণা করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে এবং অতিরিক্ত হাসি-তামাশা থেকে দূরে থেকে রাসূলের চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। সেমাক বলেন, আমি জাবির বিন সামুরা এ কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি রাসূল এর মজলিসে উপস্থিত থাকতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ! তারপর বললেন, রাসূল দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকতেন, অল্প হাসতেন, তাঁর সাথীরা কবিতা এবং অন্যান্য আনুসাঙ্গিক বিষয়ে আলোচনাকালীন সময়ে তিনি হাসতেন, তবে মুচকি হাসতেন। (সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী হা: ২১৬৪৮) সুতরাং যারা রাসূলের উম্মত এবং রাসূলকে ভালবাসে ও তাকে অনুসরণ করে তাদের উচিত ভাল কথা বলা, অন্যথায় চুপ থাকা।

কুরআনের সাথে সময় ব্যয় করা। বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে। প্রতিদিন বুঝে বুঝে কুরআন পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে এবং যতটুকু সম্ভব মুখস্থ করার চেষ্টা করতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনে উমর হতে বর্ণিত, রাসূল বলেছেন, কুরআন পাঠকারীকে বলা হবে, পড় যেভাবে দুনিয়াতে তারতিলের সাথে পড়তে। তোমার স্থান শেষ আয়াত পর্যন্ত হবে, যা তুমি পড়েছিলে। যখনই কুরআন শুনতে পাওয়া যাবে তখনই কথা না বলে তা শ্রবণ করা উচিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগসহকারে শ্র 34 কর এবং চুপ থাক, যাতে করে তোমাদের উপর করুণা বর্ষিত হয়।

(সূরা আরাফ- ২০৪)

-যাচাই বাছাই করে কথা বলা।আমাদের নিকট শুনা বা লিখিতভাবে যেসব খবর পৌঁছে থাকে তা যথাযথভাবে যাচাই বাছাই করে বৈধ পন্থায় অপরের কাছে বলার এবং পৌছানোর চেষ্টা করতে হবে। কেননা এতে মিথ্যা কথা হওয়ার আশংকা রয়েছে। আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, রাসূল বলেন-

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

"কোন ব্যক্তির মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তা-ই প্রচার করে।" (মুসলিম হা: ৭)

-গীবত প্রতিহত করা এবং তা শুনা থেকে বিরত থাকা। যখন কোন ব্যক্তি কারো গীবত শুরু করে তখনই শ্রোতার উচিত হল গীবতকারীকে গীবতের পরিণতির কথা জানিয়ে দেয়া এবং এ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেয়া।

১৯) মনে মনে গীবত করাও হারাম:

মানুষ সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা হারাম, যেরূপ তাকে খারাপ বলা হারাম। মুখের দ্বারা যেমন গীবত না করা কর্তব্য, তদ্রূপ মনে মনে কুধারণা না করাও কর্তব্য। অনিচ্ছায় মনের মধ্যে এরূপ কোন খারাপ ধারণা জাগ্রত হলে তা অবশ্য ক্ষমাযোগ্য। মহান আল্লাহ খারাপ ধারণা পোষণ করতে নিষেধ করেছেন:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنْ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ.

"হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে বিরত থাকো। কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ" (সূরা হুজুরাতঃ ১২)।

অতএব সরাসরি না দেখে বা পর্যবেক্ষণ না করেই শোনা কথায় কান দিয়ে মনে মনে গীবত করাও হারাম। মানুষ সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা হারাম, যেরূপ তাকে খারাপ বলা হারাম। মুখের দ্বারা যেমন গীবত না করা কর্তব্য, তদ্রূপ মনে মনে কুধারণা না করাও কর্তব্য। অনিচ্ছায় মনের মধ্যে এরূপ কোন খারাপ ধারণা জাগ্রত হলে তা অবশ্য ক্ষমাযোগ্য। মহান আল্লাহ খারাপ ধারণা পোষণ করতে নিষেধ করেছেন:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ.

“হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে বিরত থাকো। কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ" (সূরা হুজুরাত: ১২)।

অতএব সরাসরি না দেখে বা পর্যবেক্ষণ না করেই শোনা কথায় কান দিয়ে কারো সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা একটি গর্হিত আচরণ। কুরআন মজীদের নির্দেশ হলো তথ্য যাচাই করে তারপর সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا

بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.

"হে মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা নিয়ে আসে তবে তোমরা তা যাচাই করে দেখবে, পাছে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে
লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতে হবে" (সূরা হুজুরাতঃ ৬)।

অতএব উক্ত আয়াতের আলোকে এ কথা পরিস্কার যে, কোন ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ কিছু শুনেই তার সম্পর্কে কুধারণা করা যাবে না, তার সমালোচনা করা যাবে না। তথ্যটি অপরিহার্যরূপে যাচাই করে দেখতে হবে। এটাই কুরআনের নির্দেশ। শোনা কথায় কান দিয়ে কারো সম্পর্কে খারাপ সিদ্ধান্ত নেয়ার পর প্রাপ্ত তথ্য অমূলক প্রমাণিত হলে তখন লজ্জা, অনুতাপ ও আক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। মনে রাখতে হবে, মানুষের মান-ইজ্জত হজ্জের মাসের মত, হজ্জের দিনের মত, মক্কা নগরীর মত মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানার্হ।

২০) গীবতের কাফফারা:

নিজের বাকশক্তিকে সংযত রাখা মানুষের কর্তব্য। তাহলে সে গীবতে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচতে পারবে এবং তার ঈমান, আমল ও আখেরাত বরবাদ হওয়া থেকে রক্ষা পাবে।

সতর্কতা অবলম্বনের পরও যদি গীবত হয়ে যায়, তবে সাথে সাথে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর নিকট তওবা করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।

অনন্ত যার গীবত করা হয়েছে, অকপটে তার নিকটও ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। কারণ গীবত এমন একটি অপরাধ যেখানে আল্লাহর অধিকারও ক্ষুণ্ণ হয় (তাঁর। নির্দেশ লংঘিত হয়) এবং বান্দার অধিকারও ক্ষুণ্ণ হয়। এজন্য আল্লাহর নিকট তওবা করার সাথে সাথে বান্দার নিকটও ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। বান্দা ক্ষমা করলে তবেই শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

সুতরাং জানা থাকা দরকার, গীবতের সাথে দুইটি হক সংশ্লিষ্ট রয়েছে। কেননা, আল্লাহ তাআলা গীবত করতে নিষেধ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা মানুষের গোশত ভক্ষণ করো না। অতএব গীবতকারী এক সাথে আল্লাহ তাআলা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশের বিরোধিতা ও শয়তানের তাবেদারী করে। এর কাফফারা হল, গীবতের শাস্তির কথা স্মরণ করে চোখের পানি বহাবে এবং মুখে এস্তেগফার করবে।

বান্দার গীবতজনিত অধিকারের কাফফারা কি হবে, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এক দলের মতে তওবা দ্বারাই গীবতের গোনাহ মাফ হয়ে যায়। যার গীবত করা হয়েছে তার থেকে মাফ লওয়ার দরকার নেই। দ্বিতীয় দলের মতে, গীবতের গোনাহ মাফ হওয়ার জন্য তওবার সাথে সাথে যার গীবত করা হয়েছে তার প্রশংসা করা, আল্লাহর দরবারে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং কল্যাণ বরকতের দোআ করা জরুরী। এসব করলে তবেই গীবতকারী গোনাহ থেকে মুক্ত হবে। বিভিন্ন হাদীস এবং 'সাহাবায়ে কেরামের বাণী থেকেও এ মর্মার্থই বুঝা যায়। তৃতীয় দলের মতে, গীবতের গোনাহ মিটে যাওয়ার জন্য তওবার সাথে সাথে যার গীবত করা হয়েছে, তার থেকে মাফ লওয়াও জরুরী। গীবতের সংবাদ তার কাছে পৌঁছুক না নাই পৌঁছুক। চতুর্থ দলের মতে, যার গীবত করা হয়েছে সে এ সংবাদ অবহিত হলে তবেই মাফ লওয়া জরুরী। অন্যথায় তার জন্য শুধু এস্তেগফার করাই গোনাহ মাফের জন্য যথেষ্ট। নিম্নে গীবতের কাফফারা সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস, সাহাবায়ে কেরামের বাণী, মনীষী বাণী এবং উপদেশমূলক ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

হাদীস : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-
كَفَّارَةُ الْغِيْبَةِ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنْ اغْتَبْتَه

ُ

-গীবতের কাফফারা হল, যার গীবত করা হয়েছে, আল্লাহর দরবারে তার জন্য এস্তেগফার করা। -(বায়হাকীর সূত্রে তাফসীর দোররে মনসূর)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا

-গীবতের গোনাহ যেনা হতেও কঠোর। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তা কেন? তিনি জবাবে এরশাদ করেন-

إنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِي فَيَتُوبُ فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغَيْبَةِ لا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرُهَا لَهُ صَاحِبُهُ

-কেউ তওবা করলে আল্লাহর দরবারে তওবা করে, আল্লাহ তাআলা তার তওবা কবুল করেন। পক্ষান্তরে যার গীবত করা হয়েছে সে মাফ না করা পর্যন্ত গীবতকারী দায়িত্বমুক্ত হয় না। -(তাফসীরে দোররে মনসূর)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

يَقْتَصُ لِلْخَلْقِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ حَتَّى لِلْجُلَجَاء مِنَ الْقَرْنَيْ وَحَتَّى لِلذَّرَةِ مِنَ الذرة

-কেয়ামতের দিন এক মাখলুক থেকে অন্য মাখলুকের বিনিময় লওয়া হবে। এমনকি যে শিংধারী বকরী শিংবিহীন বকরীকে মেরেছে, কেয়ামতের দিন শিংধারী বকরী থেকে শিংবিহীন বকরীর বিনিময় লওয়া হবে। আল্লাহ তাআলা শিংবিহীন বকরীকে শিং দিয়ে দুনিয়ায় শিংধারী বকরী আদেশ করবেন। শুধু তাই নয়; বরং এক অণুকণার হিসাব অন্য অনুকণা থেকে নেয়া হবে। -(আহমদ-আততারগীব ওয়াততারহিব)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-
مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارُ وَلَا دِرْهُمْ إِنْ كَانَ لَهُ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ أَخَذَ مِنْ مَظْلَمَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخَذَ مِنْ
سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ.

-যে কারো প্রতি কোন প্রকারে জুলুম করেছে, সে জুলুম সম্মানহানি অথবা সম্পদ আত্মসাতজনিত হোক, সে দিন আসার আগেই তার তা মাফ করিয়ে নেয়া উচিত, যেদিন কোন দীনার দেরহাম থাকবে না। যদি তার কোন নেক আমল থাকে তা হলে জুলুমের বিনিময়ে তা মজলুমকে দেয়া হবে। আর নেক আমল না থাকলে দাবীদারের বদআমলসমূহ তার উপর চাপানো হবে। -(বোখারী-কেসাস অধ্যায়)

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন-

مَحَبَّةٌ مِنْهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ مَنْ ذَكَرَ خَطِيئَةً فَوَجَدَ قَلْبِه مَحَبَّةً مِنْهُ فِى

-যে গোনাহের কথা স্মরণ করে মনে আল্লাহর প্রতি ভয় পোষণ করে, তার আমলনামা থেকে সব, গোনাহ মিটে যায়। (এহইয়াউল উলূম-তওবা অধ্যায়)

প্রথম ঘটনা

একদিন একটি পিপীলিকা হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালাতু সালামের বুকের উপর বিচরণ করছিল। তিনি পিপীলিকাটিকে ধরে জমিনের উপর ছুঁড়ে মারেন। পিপীলিকাটি বলল, হে সোলায়মান! আপনি কেন এত বড় সাম্রাজ্য পরিচালনা করছেন। কেয়ামতের দিন নিরংকুশ ক্ষমতা প্রতিপত্তির অধিকারী আল্লাহর দরবারে কি আপনাকে দণ্ডায়মান হতে শুনা। তিনি পিপীলিকাটিকে বলতে লাগলেন- ওহে আমার অপরাধ ক্ষমা করে দাও। পিপীলিকাটি বলল, তিন শর্তে আমি আপনাকে ক্ষমা করতে পারি। এক- যাজ্ঞাকারীকে বিমুখ করবেন না; দুই- অহংকারবশতঃ হাসবেন না; তিন- যথাসাধ্য ফরিয়াদীর ফরিয়াদ পূর্ণ করবেন, তাতে বাড়তি কমতি করবেন না। হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালাম এ শর্তত্রয় মেনে নিলে পিপীলিকাটি তাঁর অপরাধ ক্ষমা করে দেয়। ---(নুযহাতুল মাজালেস ওয়া মোন্তাখাবুন নাফায়েস- ইজতিনাবুয যুলম অধ্যায়)

সুতরাং সবারই নিজেদের অপকর্মসমূহ থেকে তওবা করা এবং অন্যের গীবত থেকে বিরত হওয়া, যদি কারও গীবত করা হয়ে থাকে তবে তার থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া উচিত। তা হলে হাশরের দিন আযাব থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

দ্বিতীয় ঘটনা

হযরত আয়েশা (রাঃ) জনৈক স্ত্রীলোক সম্পর্কে বললেন, সে ঝগড়াটে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আয়েশা! তুমি মেয়েলোকটির গীবত করেছ। সুতরাং তোমার তার থেকে মাফ চেয়ে নেয়া আবশ্যক। -(কিমিয়ায়ে সাআদাত)

(খ) *বেফাক গীবত (তথ্যগত গীবত)

এই গীবতটি তখন ঘটে যখন কোনো ব্যক্তি অন্যের সম্পর্কে মিথ্যা কথা বা অপবাদ ছড়ায়। যেমন, কাউকে ভুলভাবে নির্দোষতার জায়গায় দোষী বলা। এটি গীবত থেকে আরো গুরুতর, কারণ এতে মিথ্যাচারও যুক্ত থাকে।

একে চোগলখোরিও বলা হয়ে থাকে।

গীবতের মত চোগলখোরিও একটি মারাত্মক বদ অভ্যাস, একটি পাপাচার। কুরআন মজীদে এবং হাদীস শরীফে চোগলখোরির সমালোচনা করা হয়েছে।

চোগলখোরিও গীবতের একটি শ্রেণী। ক্ষতিসাধন ও শত্রুতা সৃষ্টির উদ্দেশে একজনের কথা অপরজনের নিকট বলে বেড়ায়। এটাও কবীরা গুনাহ্এর অন্তর্ভুক্ত। এসব গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সর্বদা সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে।

"ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির জন্য একের কথা অপরের নিকট পৌঁছানোকে চোগলখোরি বলে" (ইমাম নববীর রিয়াদুস সালেহীন)। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ.

“চোগলখোর কখনও বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না” (বুখারী, মুসলিম)।

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا يَعَذِّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ بَلَى إِنَّهَا كَبِيرٌ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا

الْأُخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ.

"মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি কবরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলেন: এই দুই ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। কোন মারাত্মক গুনাহের কারণে তারা শাস্তি ভোগ করছে না, হ্যাঁ বিষয় দু'টি মারাত্মকই। তাদের একজন চোগলখোরি করতো এবং অপরজন আড়ালে-আবডালে পেশাব করতো না" (বুখারী, মুসলিম)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضَهُ هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ.

"আমি কি তোমাদের অবহিত করবো না "আদ্" কী? তা চোগলখোরি অর্থাৎ মানুষের মধ্যে মিথ্যা কথা ও অপবাদ ছড়ানো" (মুসলিম)।

لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

"চোগলখোর বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না" (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)।

اأَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرَارِكُمُ الْمَشَاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ وَالْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ.

"আমি কি তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও দুষ্ট লোক সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করবো না? তারা হলো চোগলখোর এবং বন্ধুদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টিকারী লোক" (মুসনাদে আহমাদ)।

إِنْ أَبْغَضَكُمْ إِلَى اللَّهِ الْمَشَاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْإِخْوَانِ الْمُلْتَمِسُونَ لِلْبَرَاءِ الْعَشْرَاتِ

"তোমাদের মধ্যকার সেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌হরনিকট সর্বাধিক অভিশপ্ত যে চোগলখোরি করে বেড়ায়, ভাই-বন্ধুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং উত্তম লোকদের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ায়" (তাবারানীর মুজামুল ওয়াসীত ও মুজামুস সাগীর)।

এসব হাদীস থেকে জানা গেলো যে, ইহা একটি গুনাহের কাজ, চোগলখোরির কারণে কবরেও শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং চোগলখোর জান্নাতে দাখিল হতে পারবে না।

২১) উপসংহার:

মানুষের গীবত ও দোষচর্চায় আমরা সুখ অনুভব করি অথচ আমাদের নিজেদের মধ্যেই রয়েছে অসংখ্য দোষ-ত্রুটি। নিজেদের দোষ সম্পর্কে গাফেল থাকা আর শুধু পরের দোষ খুঁজতে থাকা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

অন্যের গীবতে লিপ্ত হওয়া নিঃসন্দেহে বড় ধরনের যুলুম। এই অত্যাচারের কারণে পরকালে অত্যাচারিত ব্যক্তির গোনাহের বোঝা নিজের কাঁধে আসবে এবং নিজের নেকি সমূহ তাকে দিয়ে দিতে হবে, যা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। অতএব মহা বিপদ মুহূর্তে নিজের নেকির সম্বল যেন এই গীবতের কারণে হারিয়ে না যায়, সেদিকে অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

আমরা অবশ্যই আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চাবো প্রতিনিয়ত গীবতের মধ্যে পা দিয়ে ফেলার কারণে কত গুনাহ যে আমরা করছি। এই চরম ঘৃণিত গুনাহের কাজের জন্য আমরা আমাদের রবকে অসন্তুষ্ট করে ফেলবো।
গীবত থেকে দূরে থাকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো আমরা ইনশাল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে আরও ভালো বোঝার তওফিক দিন।

সহায়ক গ্রন্থ

১) গীবত
ইমাম গাযালী (র)
সাইয়েদ আবদুল হাই লাখনাবী (র)
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)

২) গীবত বা পরনিন্দা
সাইয়্যেদ আবদুল হাই লাখনভী (র)

৩) গীবত ও তওবা
গীবতের ভয়াবহ পরিণতি, গীবত থেকে বাঁচার উপায় ও তওবা করার পদ্ধতি
সম্পাদনা ও সংকলনে
মোহাম্মাদ ইমাম হোসাইন কামরুল ,
শাইখ আব্দুর রহমান বিন মুবারক আলী

৪) জবানের হেফাজত
ইমাম মহিউদ্দিন আন-নববী (র:)

৫) চোগলখোর ও গীবতকারীর ভয়াবহ পরিণতি এবং প্রতিবেশীর হাক্ব
খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান (রহ.)
আত্-তাওহীদ প্রকাশনী

৬) সংযত জবান সংহত জীবন
শাইখ আব্দুল মালিক আল কাসিম

৭) গীবত
ভয়াবহ পরিণতি ও পরিত্রাণের উপায়
মুহাম্মাদ আবদুল হাই বিন শামসুল হক